

সূরা আল আনফাল

আয়াত : ৭৫

রুকু' : ১০

নাখিলের সময়কাল : দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান সংঘটিত ইসলামের প্রথম সশস্ত্র জিহাদ 'বদর' যুদ্ধের পরে এ সূরা নাখিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় : যেহেতু বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সূরাটি নাখিল হয়েছে, তাই এতে এ যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা ও এ যুদ্ধের ব্যাপারে পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাস লেখকগণ এবং জীবন চরিত লেখকগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন এবং এসব বর্ণনা তাঁরা যেসব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা সব নির্ভরযোগ্য নয়। বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত যত বর্ণনাই রয়েছে, তন্মধ্যে কুরআন মাজীদে বর্ণনাই যথার্থ ও সঠিক বলে আমরা মানতে বাধ্য।

সূরা আল আনফালে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. মুসলমানদের মধ্যে নৈতিকতার দিক থেকে যেসব দোষ-ত্রুটি এখনও রয়ে গেছে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। অতপর তাদেরকে এ ব্যাপারে পূর্ণতা অর্জনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. যুদ্ধের বিজয়কে নিজেদের শক্তি-সাহস ও বীরত্বের ফল মনে না করে এটাকে অবশ্যই আল্লাহর রহমত মনে করা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও রাসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. যে নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা এবং যুদ্ধে জয়ের পেছনে কার্যকর নৈতিক গুণাবলীসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. যেসব লোক যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছে তাদেরকে এবং মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে শিক্ষাপ্রদ কথা বলা হয়েছে।

৫. যুদ্ধে হস্তগত মালে গনীমত সম্পর্কে নসীহত করা হয়েছে। মালে গনীমতকে আল্লাহর সম্পদ মনে করা এবং এতে মুজাহিদদের অংশ, আল্লাহর অংশ ও গরীব বান্দাদের জন্য যে যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৬. যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সম্পর্কে নৈতিক হিদায়াত দান করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার এ পর্যায়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে হিদায়াত দান একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যাতে করে মুসলমানরা ইতিপূর্বকার জাহেলী নিয়ম-প্রথা

পরিহার করে বাস্তব কর্মজীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং দুনিয়ার মানুষও ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

অতপর ইসলামী রাষ্ট্রের কতগুলো শাসনতান্ত্রিক ধারা উল্লেখিত হয়েছে। যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা ও এর বাইরের মুসলমানদের আইনগত মর্যাদার পার্থক্য সূচিত হয়।



আয়াত ৭৫

وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয়
তখন তা তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটায়,^২

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

আর তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা নির্ভর করে। ৩. যারা নামায কায়েম করে
এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে

تُلِيَتْ-কেঁপে ওঠে; قُلُوبُهُمْ-(কলুব+হম)-তাদের অন্তর; وَ-এবং; إِذَا-যখন; تُلِيَتْ-
পাঠ করা হয়; عَلَيْهِمْ-(এলী+হম)-তাদের সমানে; آيَتُهُ-(আইত+হ)-তাঁর আয়াত;
وَعَلَىٰ-উপরই; رَبِّهِمْ-আর; يُقِيمُونَ-প্রবৃদ্ধি ঘটায় তাদের; زَادَتْهُمْ-ঈমানে; إِيمَانًا-
তাদের প্রতিপালকের; يَتَوَكَّلُونَ-তারা নির্ভর করে। ৩. الَّذِينَ-যারা; يُقِيمُونَ-কায়েম করে;
الصَّلَاةَ-নামায; وَمِمَّا-এবং; رَزَقْنَاهُمْ-তা থেকে; (রয+হম)-রব+হম-তাদের
রিয্ক আমি তাদের দিয়েছি; (রয+হম)-রয+হম-তাদের রিয্ক আমি তাদের দিয়েছি;

উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন,
পরিণামে জান্নাত লাভ। সুতরাং বিজয়ের পর দুনিয়াবী সম্পদ যা হস্তগত হয় তার
প্রতি লক্ষ্য দেয়া উচিত নয়। তাই এটাকে ‘অতিরিক্ত’ বলা হয়েছে।

মুসলমানদের সামনে যেহেতু এটা প্রথম যুদ্ধ, তাই এ ব্যাপারে জাহেলী যুগের
দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সামনে থাকা একান্তই স্বাভাবিক। তাই প্রথমেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির
সংশোধন আবশ্যিক। কুরআন মাজীদ তাদের সামনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে ভিন্ন
দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। আর এ ব্যাপারে একটি স্থায়ী প্রশাসনিক সংশোধনী—
জারী করেছে। অতপর এরই ভিত্তিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয়
আইনও তৈরি করেছে। এরূপ করা না হলে পরবর্তীতে বড় ধরনের মনোমালিন্য দেখা
দেয়ার আশংকা ছিল।

কুরআন মাজীদে ঘোষিত বিধান হলো—যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গণীমতের এক-
পঞ্চমাংশ আল্লাহর কাজের জন্য এবং তাঁর গরীব বান্দাদের জন্য বায়তুলমালে জমা
করতে হবে। আর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে
সমহারে বন্টন করতে হবে। এ নীতির ফলে আইয়ামে জাহেলিয়াতের মনগড়া বিধান
চিরতরে বাতিল হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ মানুষের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের সামনে যখন আল্লাহর কোনো
বিধান উপস্থাপিত হয় তখন যদি সে তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়, তাহলে তাঁর ঈমান
বৃদ্ধি পায়। ঈমান শক্তিশালী হয়। অপর দিকে সে যদি তা না মানে বা মানতে
কুণ্ঠাবোধ করে তখনই তার ঈমান দুর্বল হতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে এরূপ আরও

يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

তারা ব্যয় করে। ৪. এরাই প্রকৃতপক্ষে মু'মিন; তাদের জন্যই
তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে মর্যাদা

وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ

ও ক্ষমা° এবং (রয়েছে) সম্মানজনক জীবিকা। ৫. যেরূপ আপনার
প্রতিপালক আপনাকে নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন

بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ

সঠিকভাবেই; অথচ নিশ্চিত মু'মিনদের একটি অংশ ছিল তা অপছন্দকারী।
৬. তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়

يُنْفِقُونَ-তারা ব্যয় করে। ৪. أُولَٰئِكَ-এরাই; هُمُ الْمُؤْمِنُونَ-(হুম+আল+মুমনুন)-মু'মিন; رَّبِّهِمْ-নিকট; عِنْدَ-রয়েছে মর্যাদা; دَرَجَتٌ-প্রকৃতপক্ষে; كَرِيمٌ-সম্মানজনক; كَمَا-যেরূপ; أَخْرَجَكَ-আপনাকে বের করেছিলেন; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক; مِنْ-থেকে; بَيْتِكَ-আপনার ঘর; بِالْحَقِّ-সার্বিকভাবেই; وَإِنَّ-নিশ্চিত; فَرِيقًا-একটি অংশ ছিল; مُؤْمِنِينَ-(মুন+আল+মুমনিন)-মু'মিনদের; كُرْهُونَ-অপছন্দনীয়। ৫. يُجَادِلُونَكَ-তারা বিতর্কে লিপ্ত হয় আপনার সাথে;

অস্বীকৃতির কারণে ঈমান নিঃশেষ হয়ে যায়। কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশ একবার মানে তাতেই স্থায়ীভাবে মানা হয়ে যায় না, বিপরীত পক্ষে কেউ যদি একবার না মানে তাতেই স্থায়ীভাবে তার না মানা হয়ে যায় না; বরং মানা ও না মানা উভয় ক্ষেত্রেই ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার মত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তবে সমাজ-রাষ্ট্রের আইনের দৃষ্টিতে সকল ঈমানদারের আইনসম্মত অধিকার ও মর্যাদা এক রকমই হবে। মানার ব্যাপারে তাদের মধ্যে যতই কম-বেশি হোক না কেন।

৩. মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন তাদের দ্বারা বড় ছোট অনেক অপরাধ সংঘটিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। মানুষের আমলনামা কেবলমাত্র উন্নত মানের সং কাজ দ্বারা পূর্ণ থাকবে এটা অসম্ভব। তবে মানুষ যখন আল্লাহর বান্দা হওয়ার অপরিহার্য শর্তসমূহ পূরণ করে, তখন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যান এবং তার কাজ-কর্মের যে ফলাফল হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে দান করেন। এটা আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের মধ্যে একটি বড় অনুগ্রহ। নতুবা যদি প্রতিটি

فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ

সত্যের ব্যাপারে, তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও, যেন তাদেরকে মৃত্যুর
দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর তারা তা

يَنْظُرُونَ ① وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

দেখছে।^৯ আর (স্মরণীয়) যখন তোমাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দেন যে, দু' দলের
একটি অবশ্যই তোমাদের (অওতাভুক্ত) হবে^৭

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ

এবং তোমরা চাচ্ছিলে যে, বীরব্রত দলটি তোমাদের (আওতাধীন)

হোক,^৮ আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন

ব্যাপারে ; (হক)-সত্যের ; (হক)-প্রকাশ হয়ে
যাওয়ার ; (কান+মা)-যেন ; (কান)-তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ;
① -তাই দেখছে ; (হক)-আর ; (হক)-তারা ; (হক)-তাই দেখছে ; (হক)-আর ;
আল্লাহ ; (হক)-তোমাদেরকে ওয়াদা দেন ; (হক)-দু' দলের ; (হক)-অবশ্যই তা ;
কুম -তোমাদের (আওতাভুক্ত) হবে ; (হক)-এবং ; (হক)-তোমরা চাচ্ছিলে ; (হক)-যে, -
গির -তোমাদের (আওতাধীন) হোক ; (হক)-হোক ; (হক)-তোমাদের
(আওতাধীন) ; (হক)-আর ; (হক)-আল্লাহ ;

অপরাধের শাস্তি এবং প্রতিটি সংকর্মের প্রতিদান আলাদা আলাদাভাবে দেয়া হতো,
তাহলে অতি বড় নেককার ব্যক্তিও শাস্তি থেকে রেহাই পেতো না।

৪. অর্থাৎ যেখানে সত্যের দাবী হলো—আল্লাহর দীনের জন্য বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে
পড়তে হবে, অথচ তারা তাতে ভয় পাচ্ছিল ; তেমনি সত্যের দাবী হলো—গনীমতের
ব্যাপারে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হবে, অথচ
গনীমতের সম্পদ হাতছাড়া করতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে,
তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য কর এবং নিজেদের নফসের চাহিদার পরিবর্তে
রাসূলের নির্দেশ মেনে নাও, তাহলে বদর যুদ্ধের পরিণতি যেমন তোমাদের জন্য ভাল
হয়েছে তেমনি পরিণতি ভবিষ্যতেও দেখতে পাবে। তোমরা তো কুরাইশদের মুকাবিলা
করতে যাওয়াকে ধ্বংস ও মৃত্যুর নামান্তর মনে করেছিলে ; কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়ার পর এ বিপদসংকুল কাজই তোমাদের জন্য কল্যাণকর
বলে প্রমাণিত হয়েছে।

أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝٦ لِيُحِقَّ

তার বাণীর মাধ্যমে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উপড়ে ফেলতে
কাফিরদের শিকড়। ৬. যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন

الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٧ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ

সত্য হিসেবে এবং বাতিলকে প্রতিপন্ন করেন বাতিল হিসেবে, যদিও অপরাধী গোষ্ঠী
অপহৃদ করে। ৭. (স্মরণীয়) তোমাদেরকে যখন তোমরা ফরিয়াদ করছিলে

رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أُنًى مِمَّا دُكِرَ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَكَةِ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন—
অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যকারী

مُرْدِفِينَ ۝٨ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۝٩

যারা পরপর আগমনকারী। ১০. আর আল্লাহ শুধুমাত্র সুসংবাদ দান ছাড়া এটা
(সাহায্য) করেন নি এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ;

ব(+)-بِكَلِمَتِهِ-সত্যরূপে ; (অ+হ+)-الحَقُّ ; প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যকে ; أَنْ يُحِقَّ-
শিকড় ; دَابِرَ-উপড়ে ফেলতে ; এবং ; وَ-তার বাণীর মাধ্যমে ; (ক+)-كَلِمَتِهِ-
যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন ; لِيُحِقَّ-৬। (অ+ক+)-الْكَافِرِينَ-কাফিরদের ;
(+)-الْبَاطِلَ-বাতিলকে প্রতিপন্ন করেন ; এবং ; وَ-সত্য হিসেবে ; الْحَقَّ-
(+)-الْمُجْرِمُونَ-অপহৃদ করে ; (ও+)-وَلَوْ-যদিও ; (ও+)-وَلَوْ-বাতিল হিসেবে ; (ব+)-بِالْفِ-
তোমরা ফরিয়াদ করছিলে ; تَسْتَغِيثُونَ-যখন ; إِذْ-৭। (ম+)-مِمَّا-অপরাধী গোষ্ঠী ;
তখন ; فَاسْتَجَابَ-ফ+)-فَاسْتَجَابَ-তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ; (ব+)-رَبِّكُمْ-
তিনি জবাব দিয়েছিলেন ; (অ+)-أُنًى-তোমাদেরকে ; (অ+)-لَكُمْ-অবশ্যই আমি ;
এক হাজার ; (ব+)-بِالْفِ-তোমাদেরকে সাহায্যকারী ; (ম+)-مِمَّا-তোমাদেরকে ;
যারা পরপর আগমনকারী ; (ম+)-مُرْدِفِينَ-ফেরেশতা দ্বারা ; (ম+)-مِنَ-
-بُشْرَى-আল্লাহ ; (ম+)-مَا-এটা করেন নি ; (ম+)-جَعَلَهُ-যে ; (ও+)-وَلِتَطْمَئِنَّ-
এর দ্বারা ; (ও+)-وَلِتَطْمَئِنَّ-যাদের প্রশান্তি লাভ করে ; (ও+)-وَلِتَطْمَئِنَّ-
তোমাদের অন্তর ; (ও+)-وَلِتَطْمَئِنَّ-তোমাদের অন্তর ;

৫. এখানে দু' দলের দ্বারা বাণিজ্য-কাফেলা ও মক্কা থেকে আগত কুরাইশ সৈন্যদল
বুঝানো হয়েছে।

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর সাহায্য তো আল্লাহর নিকট থেকে ছাড়া হয় না ;

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।

নিকট - مِنْ عِنْدُ ; ছাড়া - إِلَّا ; সাহায্য তো হয় না (মা+আল+নصر) - مَا النَّصْرُ ; আর - وَ -
 হকিম - حَكِيمٌ ; পরাক্রমশালী - عَزِيزٌ ; আল্লাহ - اللَّهُ ; নিশ্চয়ই - إِنَّ ; আল্লাহর - اللَّهُ -
 থেকে ; প্রজ্ঞাময় ।

৬. বাণিজ্য-কাফেলা যারা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল, তাদের নিকট তেমন কোনো অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। তাদের সাথে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন রক্ষি ছিল।

৭. মক্কা থেকে কুরাইশ বাহিনী এগিয়ে আসার ফলে এমন একটি পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে, আরব দেশে আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন টিকে থাকবে না জাহেলিয়াতের ব্যবস্থা টিকে থাকবে। সে সময় মুসলমানরা যদি আল্লাহর রহমতে বীরত্ব সহকারে ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তাহলে ইসলামের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার হয়ে পড়ত। সেদিন তারা আল্লাহর ইচ্ছায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে কুরাইশদের দাপট ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, যার ফলে আরবের মাটিতে ইসলামের শিকড় ময়বুতভাবে বসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে জাহেলিয়াত ক্রমাগত পরাজয় বরণ করতে থাকে, অবশেষে তা একেবারেই বিলীন হয়ে যায়।

১ রুকু' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরা আল আনফালে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদর যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট।

২. এসব আলোচনায় কাকির, মুশরিক ও আহলি কিতাবের অশুভ পরিণতি তথা পরাজয় ও ব্যর্থতা ; অপরদিকে মুসলমানদের সফলতার বিষয় স্থান পেয়েছে, যা ছিল একান্তই আল্লাহর রহমত।

৩. মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অসীম রহমতের কারণ ছিল—তাদের ইখলাস তথা নিঃস্বার্থতা, পারম্পরিক ঐক্য এবং আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য। ইতিহাস সাক্ষী পরবর্তীকালে বিভিন্ন জিহাদে মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে উল্লেখিত কারণগুলোই ক্রিয়াশীল ছিল, যার ফলে তারা আল্লাহর রহমত পেতে সক্ষম হয়েছিল। এগুলো চিরন্তন নীতি।

৪. বদর যুদ্ধ ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হওয়ায় যুদ্ধ-পরবর্তী কিছু বিধি-বিধান জারী হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো 'গনীমত' তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে।

৫. মুসলমানদের ইসলামী জিহাদের মূল লক্ষ্য আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা, তাই 'গনীমত'-কে 'আনফাল' বা 'অতিরিক্ত' বলা হয়েছে। এ থেকে এটাই শিক্ষণীয় যে, মুসলমানদের জন্য বৈষয়িক সম্পদ যুদ্ধের মূল লক্ষ্য হবে না ; মূল লক্ষ্য থাকবে আদর্শিক বিজয়।

৬. 'গনীমত' সম্পর্কে এখানে যে বিধান দেয়া হয়েছে তাহলো—গনীমতের পাঁচ ভাগের এক অংশ আল্লাহর দীনের কাজে এবং আল্লাহর গরীব বান্দাদের মধ্যে বন্টিত হবে। বাকী চার অংশ

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টিত হবে। এ বিধান সকলকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে।

৭. মু'মিনদের আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় এতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং তখন আল্লাহর কোনো বিধান তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা তা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেয়। আর এটা তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে।

৮. ঈমানে-হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে যত বেশি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তার ঈমানের প্রবৃদ্ধি তত বেশি। সুতরাং আমাদের সকলেরই আল্লাহ ও রাসূলের বেশি বেশি আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত কর্তব্য।

৯. সদা-সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভরতা রাখতে হবে। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে।

১০. নামায প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় নেই। কারণ নামাযই হলো মু'মিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য।

১১. সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকেই ব্যয় করতে হবে। এটা যাকাতের অতিরিক্ত। কারণ যাকাত 'দান' নয়। যাকাত হলো ধনীদের সম্পদে দরীদ্রের হক বা অধিকার।

১২. উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মু'মিনের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে বিশেষ মর্যাদা—তাদের সকল গুনাহ-খাতা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে সম্মানজনক জীবিকা প্রদান করবেন। প্রত্যেক মু'মিনেরই এ সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত।

১৩. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মনের সন্তোষ সহকারে অংশগ্রহণ করা উচিত। এতে অংশ নিতে পারাকে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করা উচিত।

১৪. ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের জন্য কখনও বৈষয়িক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত নয়; বরং দীনী স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৫. দীনী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে বৈষয়িক স্বার্থ স্বাভাবিকভাবেই হাসিল হবে। কারণ দীনী স্বার্থই হল মূল। মূল অর্জিত হলে শাখা-প্রশাখা এমনিতেই এসে যায়।

১৬. মূল লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার কারণে আল্লাহর সাহায্যও যথাসময় এসে পড়ে। কারণ আল্লাহ তো সর্বদা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। তবে এটা পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা।

১৭. প্রকৃতপক্ষে কার্যকর সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন।



সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١١﴾ اِذْ يَغْشِيَكُمُ النَّعَاسُ اَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

১১. (স্বরণীয়) যখন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান হিসেবে এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বর্ষণ করেন

مَّاءٍ لِّيَطْهَرَ كُرْهُهُ وَيُنْزِلُ هَبَّ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ

পানি, যাতে তিনি তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং তোমাদের থেকে দূর করে দিতে পারেন শয়তানের প্ররোচনা, আর যাতে সুদৃঢ় করতে পারেন

عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١٢﴾ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ

তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তা দ্বারা (তোমাদের) পাগুলোকে সুস্থির রাখতে পারেন। ১২. (স্বরণীয়) যখন আপনার প্রতিপালক ওহী পাঠান

১১-যখন ; اِذْ-যখন ; اَل-+النَّعَاسُ ; তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করেন ; (يَغْشِي+কম)-يَغْشِيَكُمُ ; এবং-وَ ; তাঁর পক্ষ থেকে ; (مِنْ+হ)-مِّنْهُ ; তন্দ্রায় ; (نَعَاس)-النَّعَاسُ ; প্রশান্তি দান হিসেবে ; (سَّمَاء)-السَّمَاءُ ; থেকে ; (مِنْ)-مِّنَ ; আকাশ ; (مَاء)-مَّاءٍ ; পানি ; (لِّيَطْهَرَ+কম)-لِّيَطْهَرَكُمْ ; যাতে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন ; (هَبَّ)-يُذْهِبُ ; এবং-وَ ; তা দ্বারা ; (عَنكُمْ)-عَنكُمْ ; তোমাদের থেকে ; (رِجْز)-رِجْزٍ ; প্ররোচনা ; (الشَّيْطَانِ)-الشَّيْطَانِ ; আর-وَ ; শয়তানের ; (قُلُوبِكُمْ)-عَلَى قُلُوبِكُمْ ; তোমাদের অন্তরসমূহকে ; (يُثَبِّتَ)-يُثَبِّتُ ; সুস্থির রাখতে পারেন ; (اَقْدَامَ)-اَقْدَامُ ; তা দ্বারা ; (رَبُّكَ)-رَبُّكَ ; আপনার প্রতিপালক ;

৮. তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়। বদর যুদ্ধেও এমনি একটি অবস্থা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অনুকূল করে দিয়েছিলেন। এমনি একটি পরিস্থিতি আল্লাহ তাআলা ওহদ যুদ্ধের পরপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১১শ রুকু'তে এ ব্যাপারটা উল্লেখিত হয়েছে।

إِلَى الْمَلَكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ سَالِقِي

ফেরেশতাদের প্রতি যে, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি। অতএব তোমরা
সুস্থির রাখো তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে; শীঘ্রই আমি সঞ্চার করে দেবো।

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ

আতংক, তাদের অন্তরে যারা কুফরী করেছে ;

অতএব তোমরা আঘাত করো ঘাড়ের উপর

وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ

এবং মারো তাদের আঙুলের প্রত্যেকটি জোড়ায়।^{১০}

১৩. এটা এজন্য যে, তারা বিরোধিতা করেছে আল্লাহ

(مع+কম)-مَعَكُمْ-যে, আমি অবশ্যই ; اِنِّی-প্রতি ; الْمَلَائِكَةُ-ফেরেশতাদের ;
 -الَّذِينَ-তোমাদের সাথে আছি; (ف+অতএব তোমরা সুস্থির রাখো; قُتِبْتُمْ)-
 তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছে ; سَأَلْنِي-আমি সপ্তগির করে দেবো ;
 (ال+)-الرُّعْبَ-কুফরী করেছে ; كَفَرُوا-তাদের যারা ; اِنْتُمْ-অন্তরে ; فِي قُلُوبِ
 -فَوْقَ-আতংক ; (ف+অতএব তোমরা আঘাত করো ; اَضْرِبُوا)-فَاضْرِبُوا
 -كُلٌّ-তাদের-مِنْهُمْ ; اَضْرِبُوا-এবং ; وَ-ঘাড়ের- (ال+اعناق)-الْاَعْنَاق
 ; اِنْ جَنَیْتُمْ-এ (ب+অন+হম)-بِاَنَّهُمْ ; اِنْ جَنَیْتُمْ-এটা ذٰلِكَ-জোড়ায়-بَنَانِ
 ; اِنَّا-তারা বিরোধিতা করেছে ; شَاقُّوا-আল্লাহ ;

৯. বদর যুদ্ধ যে দিন সংঘটিত হয়েছিল তার পূর্বের রাতের অবস্থা-ই এখানে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমানরা বদর যুদ্ধক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত নীচু ও বালুকাময় অবস্থানে ছিল। রাতে প্রয়োজনমত বৃষ্টি হয়। এতে মুসলমানদের তিনটি উপকার হয়—(১) মুসলমানদের পানির অভাব দূর হয়। তারা কূপ খনন করে পানি আটকে রাখতে সক্ষম হয়। তাদের ওয়ু-গোসলের কোনো সমস্যাই রইলো না। (২) মুসলমানরা যেহেতু নীচু অবস্থানে ছিল, তাই বৃষ্টির ফলে বালি জমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়, যার ফলে তাদের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। (৩) কাফিররা যেহেতু উচ্চভূমিতে অবস্থান নিয়েছিল এবং সেখানকার ভূমিতে মাটির আধিক্য ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে সেখানে পানি জমে কাদা হয়ে যায়, যার ফলে কাফিররা স্থির হয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। মুসলমানদের জন্য এ ধরনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া আল্লাহর এক বিরাট রহমত ছিল। ‘শয়তানের প্ররোচনা’ দ্বারা ভীতিজনক অবস্থা বৃঝানো হয়েছে। যা বৃষ্টিপাতের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

ও তাঁর রাসুলের ; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করবে তবে (তার জেনে রাখা উচিত যে,) অবশ্যই আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর

الْعِقَابِ ۝ ذَلِكُمْ فَذُقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

শাস্তি দানের ক্ষেত্রে ১৪. এটা তোমাদের^{১২} অতএব তার স্বাদ আন্বাদন করো, আর জাহান্নামের শাস্তিতে অবশ্যই কাফেরদের জন্য ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُم

১৫. হে যারা ঈমান এনেছো! যারা কুফরী করেছে তাদের মুকাবিলায় যখন তোমরা ময়দানে নামো, তখন তোমরা তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিও না

বিরোধিতা - يُشَاقِقِ ; مَنْ-যে ; وَ-আর ; তাঁর রাসুলের -(رسول+ه)-رَسُولَهُ ; ও-ও ; করবে ; আল্লাহ-اللَّهُ ; তাঁর রাসুলের -رَسُولَهُ ; ও-ও ; তবে অবশ্যই ; (ف+অন)-فَإِنَّ ; وَ-আর ; শাস্তি দানের ক্ষেত্রে ১৪ - (ال+عقاب)-العقاب ; অত্যন্ত কঠোর -شَدِيدُ ; আল্লাহ-اللَّهُ ; অতএব তার স্বাদ আন্বাদন করো ; (ف+ذوقوا+হ)-فَذُوقُوهُ ; এটা তোমাদের ; ذَلِكُمْ ; কাফিরদের জন্য - (ل+অন+কফরিন)-لِلْكَافِرِينَ ; অবশ্যই ; أَنْ-অবশ্যই ; وَ-আর ; শাস্তিতে -عَذَابِ ; ঈমান এনেছো -آمَنُوا ; যারা-الَّذِينَ ; হে-يَا أَيُّهَا ১৫। জাহান্নামের - (ال+নার)-النَّارِ ; কুফরী করেছে ; كَفَرُوا ; তাদের যারা -الَّذِينَ ; মুকাবিলায় নামো -لَقِيتُمْ ; যখন ; إِذَا ; তখন তোমরা ফিরিয়ে দিও না ; (ف+لَا تولوهم)-فَلَا تُولُوهُمْ ; ময়দানে-زَحَفًا ;

১০. বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের সাহায্য করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদ থেকে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ফেরেশতারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে—মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি কিংবা মুসলমানদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মাধ্যমে সাহায্য করেছে, উভয়টাই হতে পারে ।

১১. বদর যুদ্ধের যেসব ঘটনা এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো ‘আনফাল’ তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া। মুসলমানরা যেন এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর তাদের অধিকার দাবী করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। এটাতো তাদের নিজস্ব চেষ্টা-সাধনার ফল নয়—এটা আল্লাহর দান বিশেষ ।

১২. এখান থেকে পুনরায় কাফেরদেরকে সন্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এখানে কাফেরদেরকেই আযাবের যোগ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে ।

الْأَذْبَارَ ﴿١٩﴾ وَمَنْ يُولِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ

পেছন। ১৬. আর সেদিন যে তার পেছন দিকে ফিরে আসবে

যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বনকারী ছাড়া

أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَه جَهَنَّمَ

অথবা দলের নিকট আশ্রয়গ্রহণকারী ছাড়া, সে নিঃসন্দেহে পতিত হবে আল্লাহর

গয়বে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে :

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

আর তা কতইনা নিকুট গম্ভ্যস্থল।^{১৩} ১৭. আর তাদেরকে তো তোমরা হত্যা

করোনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন ;

[illegible]

১৩. কাপুরমতী ও পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ পলায়নপর ব্যক্তির নিকট তখন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তে নিজের প্রাণটা অধিক মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের একজনের পলায়ন দ্বারা সমগ্র বাহিনীতে প্রভাব পড়ে, যার ফলে পুরো বাহিনী পরাজয়ের শিকার হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ; তিনি এরশাদ করেছেন—“তিনটি গুনাহ এতই সাংঘাতিক যে, তাতে লিপ্ত হলে কোনো সংকর্মই উপকার দেবে না—(১) শিরক, (২) পিতা-মাতার হক নষ্ট করা, (৩) যুদ্ধ-ময়দান থেকে পলায়ন।” অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-সাতটি কবীরা গুনাহের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করাকেও গণ্য করেছেন।

তবে দুটো অবস্থায় যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ জায়েয—(১) যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং (২) নিজেদের বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। এখানে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে আত্মাহর গ্যবে পরিবেশিষ্টত হবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ

আর যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তো নিক্ষেপ আপনি করেননি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন ;^{১৪} যেন তিনি যাঁচাই করে নিতে পারেন মু'মিনদেরকে

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱৮ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ

তার পক্ষ থেকে উত্তম পরীক্ষার মাধ্যমে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ ।

১৮. এটা তোমাদের জন্য ; আল্লাহ তো অবশ্য দুর্ব প্রতিপন্থকারী

كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝۱৯ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُرُّ الْفِتْرِ ۚ وَإِنْ

কাফেরদের ষড়যন্ত্র । ১৯. যদি তোমরা ফায়সালা চাও তবে ফায়সালা তোমাদের নিকট এসে গেছে ;^{১৫} আর যদি

تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ

তোমরা বিরত থাকো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম ; আর যদি তোমরা পুনরায় করো আমিও পুনঃশাস্তি দেবো ; এবং তখন তোমাদের কাজে আসবে না

و-আর ; مَا-আপনি নিক্ষেপ করেননি ; إِذْ-যখন ; رَمَيْتَ-আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন ; وَلِيُبْلِيَ-যেন ; الْمُؤْمِنِينَ-(মু'মিনদেরকে) ; رَمَى-আল্লাহই ; نِكَس-নিক্ষেপ করেছেন ; وَلَكِنْ-বরং ; الْفِتْرِ-কাফেরদের ; كَيْدِ-ষড়যন্ত্র ; الْكَافِرِينَ-(কাফেরদের) ; تَسْتَفْتِحُوا-তোমাদের ফায়সালা চাও ; جَاءَ-তবে ; كُرُّ-ফায়সালা ; الْفِتْرِ-(ফায়সালা) ; تَنْتَهُوا-তোমরা বিরত হও ; فَهُوَ-তবে তা ; خَيْرٌ-উত্তম ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; تَعُدُّوا-তোমরা পুনরায় করো ; نَعْدًا-আমিও ; تُغْنِيَ-তখন কাজে আসবে না ; عَنْكُمْ-তোমাদের ;

১৪. বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার একেবারে পূর্বমুহূর্তে যখন উভয় দল মুখোমুখি দাঁড়ালো তখন রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্টি বালি নিয়ে 'শাহাতিল উজ্জুহ' বলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এ নিক্ষিপ্ত বালি আল্লাহর কুদরতে কাফের বাহিনীর সকলের চোখে গিয়ে পড়েছে। আর সংগে সংগেই মুজাহিদগণ তাদের উপর আক্রমণ চালালেন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

فَتُكْرِمُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

তোমাদের দলবল কোনো কিছুতেই যদিও তা সংখ্যায় অধিক হয় ; আর আল্লাহ অবশ্যই মু'মিনদের সাথে রয়েছেন ।

তা- কَثُرَتْ ; وَلَوْ-যদিও ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; -فَتُكْرِمُونَ-তোমাদের দলবল (ফনে+কম)- ; সংখ্যায় অধিক হয় ; -و-আর ; -أَنَّ-অবশ্যই ; -اللَّهُ-আল্লাহ ; -مَعَ-সাথেই রয়েছেন ; -الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের (আল+মু'মিন) ।

১৬. কাফেররা যখন মক্কা থেকে যাত্রা করে, তখন কা'বার গিলাফ ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! উভয় পক্ষের মধ্যে যারা উত্তম তাদের পক্ষেই তুমি বিজয়ের ফায়সালা দান করিও। বিশেষ করে আবু জাহেল বলেছিল যে, আমাদের মধ্যে যারা সত্যের পথে রয়েছে তাদেরকেই তুমি বিজয় দান করিও, আর যারা যুলুমের পথে রয়েছে তাদেরকে তুমি লাঞ্ছিত করিও। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করে কে সত্যপন্থী তা দেখিয়ে দিয়ে ফায়সালা করে দিলেন।

২ রুকু' (১১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলমানরা যখন ইখলাস তথা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তখন অবশ্যই আল্লাহ সাহায্য করেন—এতে কোনো মু'মিনের অন্তরে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

২. বদরের যুদ্ধে যেমন আল্লাহর সাহায্য এসেছে, মুসলমানদের তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহেও আল্লাহর সাহায্য এসেছে—এটা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত। মুসলমানদের বিজয়ের ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

৩. বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এসেছে দু'ভাবে—প্রথমত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত সরাসরি ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলমানদের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টির মাধ্যমে।

৪. দুনিয়াতে কাফিরদের পরাজয়ের কারণ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ। এটা হলো তাদের অপরাধের যৎসামান্য শাস্তি। তাদের আসল শাস্তি হবে আখিরাতে—যা অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

৫. বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তা হলো—এক : যুদ্ধের জন্য যাত্রা করা। দুই : ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা করা। তিন : মুসলমানদের দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। চার : তন্মুখতার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সবলতা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানকে উপযোগী করে দেয়া।

৬. যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা জায়েয নয়।

৭. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

৮. দুটো অবস্থায় পশ্চাদপসরণ বৈধ—(১) যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এবং (২) নিজ দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। এমতাবস্থায় পশ্চাদপসরণ পলায়ন বলে গণ্য হবে না।

৯. সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষা হয়। যারা এতে সফল হয় তারা ই-
আখিরাতে সর্বোত্তম জান্নাত লাভের অধিকারী হবে।

১০. মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠ মানসিকতা ও প্রাণান্ত প্রচেষ্টার সামনে কাফেরদের দলবল ও সাজ-
সরঞ্জাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ সত্যিকার মু'মিনদের সাথে অবশ্যই আল্লাহ রয়েছেন।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩
পারা হিসেবে রুকু'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ

২০. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না—

وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا

এমতাবস্থায় যে তোমরা (তাঁর কথা) শুনছো। ২১. আর তোমরা তাদের মতো হয়ে
না যারা বলে—আমরা শুনেছি

وَهَرَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّرُوبُ الْبَكْرُ

অথচ তারা শুনছে না।^{১৬} ২২. আল্লাহর কাছে সেই বধির ও বোবা
অবশ্যই^{১৭} নিকৃষ্টতম প্রাণী

الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ

যারা বোঝার শক্তি রাখে না। ২৩. আর আল্লাহ যদি জানতেন—তাদের মধ্যে কোনো ভাল কিছু আছে তবে অবশ্যই তাদেরকে শোনাতেন ;

৩০. يَٰٓأَيُّهَا-হে ; اَٰلِذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اٰطِيعُوْا-তোমরা আনুগত্য করো ;
 اللّٰه-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-তাঁর রাসূলের ; وَ-এবং ; لَا تَوَلُّوْا-মুখ ফিরিয়ে না
 عَنُهٗ-তা থেকে ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; اَنْتُمْ-তোমরা ; تَسْمَعُوْنَ-তোমরা শুনছো (তাঁর
 কথা) । ৩১. وَ-আর ; لَا تَكُوْنُوْا-তোমরা হয়ো না ; كَآلِذِيْنَ-তাদের মতো যারা ;
 اَللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আমরা শুনেছি ; هُمْ-অর্থচ ; لَا يَسْمَعُوْنَ-তারা শুনছে
 না । ৩২. اِنَّ-অবশ্যই ; شَرَّ-নিকৃষ্টতম ; الدَّوَابِّ-দোব(দোব+ال)-প্রাণী ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهُ-
 আল্লাহর ; الصُّمُّ-সেই বধির ; الْبُكْمُ-বোবা ; اَٰلِذِيْنَ-যারা ; لَا يَعْْقِلُوْنَ-বুঝার শক্তি
 রাখে না । ৩৩. وَ-আর ; يٰٓ-যদি ; عِلْمٌ-জানতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِيْهِمْ-তাদের মধ্যে ;
 خَيْرٌ-ভাল কিছু আছে ; لَّاسْمَعُهُمْ-(ل+اسمع+هم)-অবশ্যই তাদেরকে শোনাতেন ;

১৬. এখানে 'শুনা' দ্বারা মেনে নেয়া বুঝানো হয়েছে। সেন্সব মুনাস্কিকদের ব্যাপারে এটা বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনার দাবী করতে বটে কিন্তু আল্লাহর হুকুম-আহকাম

وَلَوْ أَسْمِعْتَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

আর যদি তাদের শোনার শক্তি দিতেন তারা উপেক্ষাকারী হিসেবে মুখ ফিরিয়ে নিতো। ২৮. হে যারা ঈমান এনেছো!

اَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ؕ

তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহর ডাকে এবং রাসূলের ডাকে যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর প্রতি ডাকেন যা তোমাদেরকে সজীব করে ;

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ

আর তোমরা জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট

تُحْشَرُونَ ﴿٢٩﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

সমবেত করা হবে। ২৯. আর তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো যা— তোমাদের মধ্যে যারা যুলম করেছে তাদের উপর পতিত হবে না

- لَتَوَلَّوْا ; তাদের শোনার শক্তি দিতেন ; (اسمع+هم)-اَسْمِعْهُمْ ; যদি-لَوْ ; আর ;
 (+هم+)-وَهُمْ مُعْرِضُونَ ; অবশ্যই তারা মুখ ফিরিয়ে নিতো ;
 (+هم+)-وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ; ঈমান এনেছো ;
 (+ال+)-لِلرَّسُولِ ; এবং-وَ ; আল্লাহর ডাকে ;
 (+ال+)-لَمَّا ; তিনি তোমাদেরকে ডাকেন ;
 (+ما)-وَيُحْيِيكُمْ ; তোমাদেরকে সজীব করে ;
 (+ال+)-وَأَعْلَمُوا ; নিশ্চয়ই-أَنَّ ; আল্লাহ ;
 (+ال+)-وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ; তার অন্তরের ;
 (+ال+)-وَتُحْشَرُونَ ; সমবেত করা হবে। ২৯. আর ;
 (+ال+)-وَاتَّقُوا فِتْنَةً ; এমন ফিতনা থেকে ;
 (+ال+)-وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ; যারা ;

মানতে গড়িমসি করতো এবং সুযোগ পেলেই তা অমান্য করতো। নচেত তাদের শ্রবণশক্তিতে তো কোনো অসুবিধা ছিল না।

১৭. অর্থাৎ যারা হক কথা শুনতেও রাজী নয় এবং হক কথা বলতেও রাজী নয়।
 দীনের কথা শোনার ব্যাপারে বধির সাজতো আবার তা বলার ব্যাপারেও তারা বোবা সাজতো।

خَاصَّةً ۙ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ

বিশেষভাবে ; ২০ এবং জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

২৬. আর তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে

قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَكَمُ النَّاسُ

দুনিয়াতে সংখ্যায় খুবই কম—‘দুর্বল-অসহায় হিসেবে ছিলে গণ্য, তোমরা ভয় করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে’

فَأَوْكُرْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

অতপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন ও নিজ সাহায্যে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন

خَاصَّةً-বিশেষভাবে ; ২০-এবং ; وَاعْلَمُوا-জেনে রেখো ; اللَّهُ-নিশ্চয়ই ; شَدِيدُ-অত্যন্ত ; الْعِقَابِ-শাস্তি দানে। ২৬-আর ; وَاذْكُرُوا-তোমরা স্মরণ করো ; إِذْ-যখন ; أَنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; قَلِيلٌ-সংখ্যায় খুবই কম ; مُسْتَضْعَفُونَ - দুর্বল-অসহায় হিসেবে ছিলে গণ্য ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; تَخَافُونَ-তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে ; يَتَخَفَكَمُ-তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে ; النَّاسُ-লোকেরা ; (ال+ناس)-তোমাদেরকে আশ্রয় দেন ; (ب+نصر+ه)-তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন ; (و-و)-নিজ সাহায্যে ; (و-এবং ; رَزَقَكُمْ-তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন ; (و-থেকে ; (ال+طيبات)-পবিত্র বস্তুসমূহ ;

১৮. এর অর্থ—তাদের নিজেদের মধ্যে যখন সত্যের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা নেই, তখন জিহাদের আদেশ পালনার্থে বাধ্য হয়ে জিহাদে বের হলেও বিপদ সামনে দেখলে তারা অবশ্যই পালিয়ে যেতো এবং তাদের অংশগ্রহণ তোমাদের জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হতো।

১৯. মানুষকে নিফাক থেকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে দুটো আকীদা বা বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুটো আকীদা যদি মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়ে যায় তাহলেই সে নিফাক এবং অন্য সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। এর একটি হলো—দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তিনি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকায়িত সকল ব্যাপার সম্পর্কেও অবগত আছেন। কোনো প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কামনা-বাসনাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। আর দ্বিতীয় হলো—সব মানুষকেই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তাঁর নিকট না গিয়ে

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। ২৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা
খিয়ানত করো না আল্লাহ

লَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَشْكُرُونَ-তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করো। ﴿٢٩﴾-হে ;
يَا أَيُّهَا-যারা ; الَّذِينَ-ঈমান এনেছো ; لَا تَخُونُوا-তোমরা খিয়ানত করো না ;
اللَّهُ - আল্লাহ ;

অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ দুটো বিশ্বাস মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বসলেই সে মুনাফিকী ও অন্যান্য ছোট-বড় গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

২০. এখানে ‘ফিতনা’ দ্বারা সেই ফিতনা বুঝানো হয়েছে যা সমাজকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করে নেয়। সমাজে যখন পাপাচার ব্যাপকভাবে চলতে থাকে আর তথাকথিত নেক লোকেরা শুধুমাত্র মসজিদ, মাদরাসা ও খানকায় আশ্রয় নিয়ে আরামে অবস্থান করে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, পাপাচার প্রতিরোধের ঝুঁকি নিতে চায় না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ শাস্তি এসে পড়ে আর এ শাস্তি থেকে কথিত নেক বান্দারাও বাঁচতে পারে না। যেমন কোনো শহরে ময়লা-আবর্জনা যখন সীমিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আকারে থাকে তখন তার বিষক্রিয়াও সীমিত এলাকার মধ্যে থাকে। আর যখন সেই শহরের বেশিরভাগ লোক নিজেদের ঘর-বাড়ি ও আশপাশে ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে দেয়, তখন এর দ্বারা যে রোগ-ব্যাধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তা থেকে কেউই রক্ষা পায় না। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি ময়লা-আবর্জনা নাও ছড়িয়ে থাকে তাতেও সে এ থেকে রক্ষা পেতে পারে না। তবে শহরের কিছু লোক যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং অন্যদেরকেও এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে, যার ফলে ক্রমেই এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সমাজ-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, কেবলমাত্র তখনই সকলেই এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

দুনিয়াতেও মানুষের মধ্যে যেমন পাপাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আর সমাজের ভাল লোকেরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তখন পাপ থেকে বেঁচে থাকা লোকগুলো এ পাপাচারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না।

২১. এখানে ‘কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা’র অর্থ এটা নয় যে, কেবলমাত্র মৌখিকভাবে তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দান করবে, বরং এর অর্থ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মক্কার চরম প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করে মদীনার অনুকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে তাদের পবিত্র রিয়ক-এর ব্যবস্থা করেছেন, সর্বোপরি রাসূলের সাহচর্য এবং তাঁর আনুগত্য অনুসরণ করার সুযোগ দান করে তাদেরকে ধন্য করেছেন—এজন্য তারা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েই ক্ষান্ত হবে না ; বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস

وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَاعْلَمُوا

ও রাসুলের সাথে এবং খিয়ানত করো না তোমাদের আমানতসমূহের^{১২} এমতাবস্থায়
যে, তোমরা তা অবগত। ২৮. আর জেনে রেখো

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ٥

তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সম্ভান-সমুত্তিতো অবশ্যই একটি পরীক্ষা,^{২০} আর আল্লাহ! অবশ্যই তাঁর নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

۱- اٰمَنْتُكُمْ ; খিয়ানত করো না - وَ-এবং ; (ال+রَسُول)-রাসূলের ; وَ-ও-
 ২- اٰمَنَّا ; তোমরা ; اَنْتُمْ ; এমতাবস্থায় যে ; وَ-ও-তোমাদের আমানতসমূহের ; (اٰمَنَّا+কম)-
 ৩- اٰمَنَّا ; তোমরা জেনে রেখো! - اَعْلَمُوا ; আ-আর ১৫। وَ-ও-তোমরা তা অবগত-تَعْلَمُونَ
 ৪- (اولاد+কম)-اولَادُكُمْ ; وَ-ও-তোমাদের ধন-সম্পদ ; (اَمْوَال+কম)-اَمْوَالُكُمْ ;
 ৫- الله ; অবশ্যই ; اِنْ-আর ; وَ-ও-একটি পরীক্ষা ; فِتْنَةٌ ; তোমাদের সম্ভান-সম্ভতি ;
 ৬- عَظِيمٌ ; প্রতিদান ; اَجْرٌ ; তাঁর নিকট রয়েছে ; (عند+ও)-عِنْدَهُ ; আল্লাহ

ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বাস্তব কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা পেশ করবে। আল্লাহর হুকুম-আহকাম যথার্থভাবে আদায় করবে, তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় থাকবে—এটাই হবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। নচেত আল্লাহর অনুগ্রহের কথা মুখে স্বীকার করে কার্যত তাঁর সমুদ্রি লাভের জন্য কোনো কাজ না করা কৃতজ্ঞতা বলে অভিহিত করা যায় না ; বরং চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল।

২২. নিজেদের আমানত অর্থ সেসব দায়িত্ব যা তাকে বিশ্বাস স্থাপন করে তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। তা কারো সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের দায়িত্ব হতে পারে, সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোনো আদর্শবাদী জামায়াতের গোপন তথ্য হতে পারে ; হতে পারে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদের দায়িত্ব। কারো উপর সামাজিক কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করাও আমানত রক্ষা বলে বিবেচিত হবে এবং সে দায়িত্বে অবহেলা করাও আমানতের খিয়ানত বলে গণ্য হবে।

২৩. মানুষের ঈমান ও আমলে বিচ্যুতি দেখা দেয় যেসব কারণে তার প্রধান দুটো কারণ হলো ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতির ভালবাসা। এ দুটো জিনিসের মোহ মানুষকে অপরাধে লিপ্ত করে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, যে দুটো জিনিসের মোহে পড়ে তোমরা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ো তাতো পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। তোমাদেরকে এগুলো এজন্য প্রদান করা হয়েছে যে, তোমরা এ দুটোর ভালবাসায় পড়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও কিনা ; নাকি সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারো। ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়ে আল্লাহ এ পরীক্ষাই করতে চান।

৩ রুকু' (২০-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও রাসূলের কথা মুসলমানরা তো বটে কাফের-মুশরিকদের কাছেও পৌঁছেছে। তারা তা শোনার দাবী করে কিন্তু বিশ্বাস করে না। আবার মুনাফিকরা বিশ্বাসের দাবী করে কিন্তু তাদের কর্ম তা প্রমাণ করে না। মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাদের শোনা ও বিশ্বাসের দাবীকে কর্ম দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। নচেত তারাও কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের মত হয়ে যাবে।

২. যারা সত্যের বাণী শোনার ব্যাপারে বধির এবং সত্য বলার ব্যাপারে বোবার ভূমিকা পালন করে, তারা আল্লাহর নিকট চতুষ্পদ জীবের ন্যায় ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তৎসঙ্গে এরা নির্বোধও বটে। বোবা ও বধিরদের মধ্যেও যাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে তারা ইশারা-ইংগীতে মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অন্যের কথা বুঝতে পারে; কিন্তু এরা তাও করে না। সুতরাং সত্য কথা শুনেও বোকা, সত্য বলতেও বোকা—এ ব্যাপারে নির্ভুল থাকা যাবে না।

৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্যাহর অনুসরণ করা। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্যাহর অনুসরণ করবে না তারা তাঁদের ডাকে সাড়া দিল না; আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিল না তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

৪. নিকাক এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহকে সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা হিসেবে দৃঢ়বিশ্বাস, অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া এবং আখিরাতে আল্লাহর দরবারে সমবেত হয়ে জবাবদিহিতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া।

৫. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ না করলে আল্লাহর শাস্তি থেকে সৎ হিসেবে পরিচিত লোকেরাও বাঁচতে পারবে না। সুতরাং দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ অবশ্যই করতে হবে।

৬. আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে শরীক হওয়া এবং সক্রিয় তৎপরতা চালানো।

৭. আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করার অর্থ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করা। সুতরাং যারা আল্লাহর ইবাদাত করে না ও রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করে না তারাই আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করলো। এ খিয়ানত থেকে বাঁচতে হবে।

৮. নিজেদের আমানতের খিয়ানতের অর্থ হলো—পারম্পরিক ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করা; সামাজিক দিক থেকে অর্পিত দায়িত্ব সততার সাথে পালন না করা; ইসলামী জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদের অপব্যবহার করা। মু'মিনদেরকে অবশ্যই এসব থেকে বাঁচতে হবে।

৯. স্বীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ে এবং সম্ভান-সম্মতি ও পরিবার-পরিজনের ভালবাসায় অসদুপায় অবলম্বন করা যাবে না। এ থেকে বাঁচতে আল্লাহর ভয় এবং আখিরাতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ভয়কে অন্তরে লালন করতে হবে।

১০. যারা আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়কে স্বীয় ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতির ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার দেবে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে যে মহান প্রতিদান পাবে তার মূল্য দুনিয়াতে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অতএব আমাদেরকে সেই মহান প্রতিদান অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

২৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী নূর দান করবেন^{২৪}

﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

এবং তোমাদেরকে থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন; আর আল্লাহ অনুগ্রহের মহান অধিকারী।

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَثِيتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ﴾

৩০. আর (স্বরণীয়) যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে যাতে আপনাকে আটকে রাখতে পারে অথবা হত্যা করতে পারে

﴿يَا أَيُّهَا﴾-হে; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা; ﴿آمَنُوا﴾-ঈমান এনেছো; ﴿إِن﴾-যদি; ﴿تَتَّقُوا﴾-তোমরা ভয় করো; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহকে; ﴿يَجْعَلْ﴾-তিনি দান করবে; ﴿لَكُمْ﴾-তোমাদেরকে; ﴿فُرْقَانًا﴾-হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী নূর; ﴿وُ﴾-এবং; ﴿يُكَفِّرْ﴾-মিটিয়ে দেবেন; ﴿عَنْكُمْ﴾-তোমাদের থেকে; ﴿سَيِّئَاتِكُمْ﴾-তোমাদের গুনাহসমূহ; ﴿وُ﴾-ও; ﴿يَغْفِرْ﴾-ক্ষমা করে দেবেন; ﴿وُ﴾-আর; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহ; ﴿ذُو﴾-অধিকারী; ﴿الْفَضْلِ﴾-অনুগ্রহের; ﴿الْعَظِيمِ﴾-মহান। ﴿وُ﴾-আর; ﴿إِذْ﴾-যখন; ﴿يَمْكُرُ﴾-ষড়যন্ত্র আঁটে; ﴿بِكَ﴾-আপনার বিরুদ্ধে; ﴿الَّذِينَ﴾-যারা; ﴿كَفَرُوا﴾-কুফরী করে; ﴿أَوْ﴾-অথবা; ﴿يُقْتُلُونَ﴾-হত্যা করতে পারে; ﴿الْيَثِيتُوكَ﴾-আপনাকে হত্যা করতে পারে;

২৪. 'ফুরকান' দ্বারা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড। এর অপর অর্থ 'নূর' বা আলো যা দ্বারা অনায়াসে সত্যপথ চিনে নেয়া যায়। এর দ্বারা সহজে বুঝে নেয়া যায়—কোন নীতি সঠিক, কোন নীতি ভ্রান্ত; কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট, কোন কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এ কুরআন থেকে জেনে নেয়া যায়—কোন পথে চলা উচিত, কোন পথে চলা উচিত নয়; কোন পথে চললে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যাবে; আবার কোন পথে চললে আল্লাহর রোষানলে পড়ে জাহান্নামের খোরাক হতে হবে।

أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ○

কিংবা আপনাকে বহিষ্কার করতে পারে ;^{২৫} আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করেন ; আসলে আল্লাহ কুশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

﴿٩٩﴾ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمُ آيٰتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا

৩১. আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তারা বলে—আমরা নিসন্দেহে শুনলাম, যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে আমরাও বলতে পারি

مِثْلَ هَذَا ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥١﴾ وَإِذْ قَالُوا

এটার মতো ; এতো প্রাচীন লোকদের কিসসা-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয় ।

৩২. আর (স্মরণীয়) তারা যখন বলেছিল—

আর ; وَ- (يُخْرِجُوا+ك-) يُخْرِجُونَ-কিংবা ; আলাহ; اللَّهُ-তারা ষড়যন্ত্র করে ; وَ-এবং ; يَمْكُرُ-কৌশল অবলম্বন করেন ; وَ-আসলে ; اللَّهُ-আলাহ ; وَ-আর ; وَ- (أَيْتُنَا+إِنَّا) أَيْتُنَا-তাদের সামনে ; (عَلَى+هَمْ) عَلَيْهِمْ-পাঠ করা হয় ; وَ-আমরা আয়াত ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) لَوْ-আমরা ইচ্ছা করি ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) لَوْ-তবে আমরাও বলতে পারি ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) لَوْ-যদি ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) لَوْ-মতো ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) لَوْ-এটোর ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) লু-এটাতো কিছুই নয় ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) লু-ছাড়া ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) লু-কিসসা-কাহিনী ; وَ- (لَوْ+فَلَنَّا) লু-প্রাচীন লোকদের । وَ-আর ; وَ-যখন ; وَ-তারা ; وَ-বলেছিল ;

২৫. এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে যখন কুরাইশরা নিশ্চতভাবে বুঝতে পেরেছে যে, মুহাম্মাদ (স) মদীনায় হিজরত করবেন। তখন কুরাইশরা ‘দারুন নাদওয়ায়’ সকল সরদারদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভার ডাক দিল, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইল। বিভিন্নজন বিভিন্ন পরামর্শ পেশ করলো ; কিন্তু কোনোটাই গৃহীত হলো না। অবশেষে আবু জাহেল পরামর্শ দিল যে, সকল গোত্র থেকে একজন করে যুবক বাছাই করে নিয়ে সবাই একযোগে মুহাম্মাদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং সকলে মিলে এক সাথে তাকে হত্যা করবে, তাহলে মুহাম্মাদের গোত্র বনু আবদে মনাফ কোনো এক গোত্রকে দোষারোপ করতে পারবে না। পরামর্শমত তারা একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়ী ঘেরাও করলো ; কিন্তু তিনি তাদের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেলেন, তারা টেরও পেলো না। এখানে পরামর্শ সভায় প্রদত্ত বিভিন্ন লোকের পরামর্শ এবং তাদের সিদ্ধান্তের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যদি সত্যই তোমার পক্ষ হতে হয়ে থাকে
তবে আমাদের উপর বর্ষণ করো

حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ

আকাশ থেকে পাথর ; অথবা আমাদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাব দাও ।^{২৬}
৩৩. আর আল্লাহ তো এমন নন যে,

لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

আপনি তাদের মধ্যে আছেন এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন ;
আর আল্লাহ এমতাবস্থায়ও শাস্তিদানকারী নন যে,

يَسْتَغْفِرُونَ ۖ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يَعْزِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ

তারা ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে ।^{২৭} ৩৪. আর তাদের (এমন) কি (গুণ) আছে যে,
আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না ? অথচ তারা বাধা দান করে (লোকদেরকে)

اللَّهُ -হে আল্লাহ ! -যদি ; إِنْ -হয়ে থাকে ; هَذَا -এটা ; هُوَ -এটা (কুরআন) ;
- (ف+অম্পর)-فَأَمْطِرْ ; -তোমার পক্ষ (عندك)-عِنْدَكَ ; -থেকে ; مِنْ ; -সত্যই ; الْحَقُّ -
তবে বর্ষণ করো ; عَلَيْنَا -আমাদের উপর (على+نا)-عَلَيْنا ; -আকাশ ; السَّمَاء -
আযাব ; عَذَابٍ ; -আমাদেরকে দাও ; أَوْ -অথবা ; آتِنَا -আমাদেরকে দাও ; اللَّهُ -আল্লাহ ;
-এমন নন যে ; مَا كَانَ -আর ; أَلِيمٍ -অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ; اللَّهُ -আল্লাহ ;
-তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন ; أَنْتَ -এমতাবস্থায় যে ; فِيهِمْ -তাদের মধ্যে আছেন ;
-আপনি ; اللَّهُ -নন যে ; مَا كَانَ -আর ; فِيهِمْ -তাদের মধ্যে আছেন ;
-এমতাবস্থায়ও ; هُمْ -তাদেরকে শাস্তিদানকারী ; مُعَذِّبَهُمْ -আল্লাহ ;
-ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে ; يَسْتَغْفِرُونَ -আর ; لَهُمْ -তাদের ;
-আল্লাহ ; اللَّهُ -যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন না ; أَلَّا يَعْزِّبَهُمْ -আল্লাহ ;
-তারা ; هُمْ -অথচ ; يَصُدُّونَ -বাধা দান করে ;

২৬. কাফেররা সত্যপথ লাভের জন্য আল্লাহর নিকট এভাবে দোয়া করতো না ;
বরং তারা এটা চ্যালেঞ্জের ভাষায়ই বলতো যে, এ কুরআন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে
আসেনি এবং এটা দ্বারা হিদায়াতও পাওয়া যাবে না । যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে
আসতো, তাহলে এটা আমান্য করার জন্য তো আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۖ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ

মসজিদে হারাম থেকে, অথচ তারা তার তত্ত্বাবধানকারীও নয় ;

তার তত্ত্বাবধানকারী কেউ নয়

إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ وَمَا كَانَ

মুণ্ডাকীরা ছাড়া, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

৩৫. আর (অন্য কিছু) ছিল না

صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيقَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ

আল্লাহর ঘরের কাছে তাদের নামাযে শিষ দেয়া এবং হাততালি দেয়া ছাড়া ;^{২৭}

অতএব শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো

তার নয় ; مَا كَانُوا - অথচ ; وَ - মসজিদে হারাম - الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ; عَنْ -
 তার (ان واولياؤه) - اَنْ اُولِيَآؤُهُ ; তার তত্ত্বাবধানকারী ; (اولياءه) - اُولِيَآءُهُ
 তত্ত্বাবধানকারী কেউ নয় ; الْا - ছাড়া ; الْمُتَّقُونَ - মুত্তাকীরা ; وَلَكِنْ - কিন্তু ; اَكْثَرُهُمْ -
 ছিল مَا كَانَ - আর ; وَ ۞ - لَا يَعْلَمُونَ - তা জানে না ; (اکثرهم) - তাদের অধিকাংশই
 (البيت) - الْبَيْتِ ; কাছে - عِنْدَ ; তাদের নামায ; (صلاةهم) - صَلَاتُهُمْ ; না
 - فَذَوُّوْهُمَا - হাততালি দেয়া ; تَصَدِيْقُهُ - এবং ; الْا - ছাড়া ; الْا - শিম দেয়া ; مُكَيِّءٌ -
 ; (ال) - الْعَذَابِ - (عذاب) - অতএব স্বাদ গ্রহণ করো ; (ف) - وَذُقُوا

বর্ষণ হওয়া উচিত ছিল। এবং আমাদের উপর কঠিন আযাবই নেমে আসতো। তা যখন হয়নি তখন এটাই প্রমাণ হয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি।

২৭. পূর্ববর্তী আয়াতে কাকেরদের যে প্রশ্ন দোয়ার ধরনে উল্লেখিত হয়েছে এখানে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সেখানে আযাব পাঠাননি। এর প্রথম কারণ হলো আল্লাহর নবী কোনো জনপদে অবস্থান করছেন এবং তিনি লোকদেরকে সত্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন ; এমতাবস্থায় তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হবে, এ সময় তাদের উপর আযাব দিয়ে তাদের অবকাশ পাওয়ার অধিকার হরণ করা হবে না। দ্বিতীয় কারণ হলো মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা তথা তাওবা ইসতিগফার করতে থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন ও সংশোধন হওয়ার চেষ্টায় রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আযাব নাযিল করে জনপদকে ধ্বংস করে দেবেন—এরূপ করা আল্লাহর রীতি নয়।

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য ১৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করে,
তারা ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ

لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيَنْفِقُونَ مَا تُرَكُّونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

যাতে তারা (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখতে পারে আল্লাহর পথ থেকে ; তারা তা
আরো ব্যয় করতে থাকবে, তারপর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে

ثُمَّ يَغْلِبُونَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۝

অবশেষে তারা পরাজিত হবে, আর যারা কুফরী করে
তাদেরকে একত্র করা হবে জাহান্নামে ;

الَّذِينَ ; নিশ্চয়ই ; إِنَّ ۝ ১৩৬. কুফরী তোমরা করতে ; كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ; তার জন্য যে ; بِمَا-
যারা ; (অমাল+হম)-অমাল ; كَفَرُوا ; কুফরী করে ; يَنْفِقُونَ ; তারা ব্যয় করে ; أَمْوَالَهُمْ ; তাদের
ধন-সম্পদ ; لِيَصُدَّوْا ; যাতে তারা ফিরিয়ে রাখতে পারে (লোকদেরকে) ; عَنْ ; থেকে ;
سَبِيلِ-পথ ; (ف+সিন্ফু) ; فَسَيَنْفِقُونَ ; তারা তা আরো ব্যয় করতে
থাকবে ; عَلَيْهِمْ ; তাদের ; تُرَكُّونَ ; তা হবে ; حَسْرَةً ; আফসোসের কারণ ;
يُحْشَرُونَ ; তারা পরাজিত হবে ; غْلِبُونَ ; আফসোসের কারণ ; كَفَرُوا ; কুফরী
করে ; جَهَنَّمَ ; জাহান্নামে ; (إلى+জহন্নম) ; إِلَىٰ جَهَنَّمَ ; তাদেরকে একত্র করা হবে ।

২৮. কুরাইশরা মীরাস সূত্রে কা'বা ঘরের সেবায়ত ও মুতাওয়াল্লী ছিল বলে মানুষ মনে করতো যে, তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট, তারা যা করে তাই সংগত। এখানে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, মীরাসী সূত্রে মুতাওয়াল্লীর পদ পেলেই সে বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে না যদি না সে আল্লাহর যথার্থ ইবাদাত-বন্দেগী না করে। তারা ইবাদাতের নামে কা'বা ঘরের পাশে যা কিছু করে তাকে কিভাবে ইবাদাত বলা যাবে? তাতো শুধুমাত্র শিষ দেয়া ও হাত তালি দেয়া ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তাদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্যতা নেই, অতএব কাউকে আল্লাহর ঘরে আসতে বাধা দেয়ারও কোনো অধিকার তাদের নেই। কা'বার মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র মু'মিনদেরই রয়েছে। কারণ তাঁরা আল্লাহর যথার্থ ইবাদাত করে এবং শিরক থেকে মুক্ত।

২৯. কুরাইশ কাফেররা যেহেতু আল্লাহর ঘরের প্রকৃত মুতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়ক মু'মিনদেরকে কা'বায় আসতে বাধা প্রদান করে এবং ইবাদাতের নামে খেল-তামাশা করে, তাই তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহও বর্ষিত হতে পারে না এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা রক্ষাও পেতে পারে না। তাদের ধারণা ছিল যে, আকাশ থেকে পাথর

⑤ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ

৩৭. যাতে আল্লাহ পবিত্র থেকে অপবিত্রকে আলাদা করতে পারেন এবং অপবিত্রকে রাখতে পারেন তাদের একটাকে অন্যটার উপর

فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ٥

অতপর তার সবগুলোকে স্তূপীকৃত করবেন এবং নিক্ষেপ করবেন তাকে জাহান্নামে ; এরাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত ।^{৩০}

(-ال+খবিত)-الْخَبِيثُ-আল্লাহ ; لِيَمِيزَ-যাতে আলাদা করতে পারেন ; অপবিত্রকে ; مِنْ-থেকে ; الطَّيِّبِ-(ال+টিব)-পবিত্র ; وَ-এবং ; يَجْعَلَ-রাখতে পারেন ; الْخَبِيثَ-অপবিত্রকে ; بَعْضُهُ-(بعض+হ)-তাদের একটাকে ; عَلَى-উপর ; جَمِيعًا-অন্যটার ; فَيَرْكُمَهُ-(ف+য়রুম+হ)-অতপর স্তূপীকৃত করবেন তার ; جَمِيعًا-সবগুলোকে ; فَيَجْعَلُهُ-(ف+য়জেল+হ)-এবং নিক্ষেপ করবেন তাকে ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; هُمُ الْخٰسِرُونَ-(হুম+আল+খসরুন)-আসলে ক্ষতিগ্রস্ত ।

বর্ষিত হওয়া এবং ব্যাপক বিধ্বংসী বিপর্যয়ের আকারেই শুধু আল্লাহর আযাব নাযিল হয় ; কিন্তু এখানে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ও তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব। যেহেতু এ যুদ্ধের মাধ্যমেই জাহেলী সমাজের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে।

৩০. দুনিয়াতে কাফেরদের সারা জীবনের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা, ধন-সম্পদ সমস্ত কিছুর পরিণামে যেহেতু আখিরাতে জাহান্নাম-ই তাদের চূড়ান্ত প্রাপ্য হবে যার কোনো নড়চড় হবে না ; যা থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না তখন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই হবে।

৪ রুকু' (২৯-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উপরে স্থান দেয়াই হলো তাকওয়া। মু'মিনের জীবনে এ তাকওয়াই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. তাকওয়ার বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান পাওয়া যাবে—(১) ফুরকান তথা ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সং-অসং ও সত্যপথ এবং ভ্রান্তপথ যাঁচাই করার আলো বা মানদণ্ড। (২) শুনাহ মোচন। (৩) মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

৩. আল্লাহর পথের সৈনিকদের বিরুদ্ধে বাতিল শক্তি যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, আল্লাহর কৌশলের মুকাবিলায় সব ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।

৪. কুরআন নাযিলের পর থেকে এ পর্যন্ত চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এ পর্যন্তও কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার মতো একটি সূরাও রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। কুরআন

আল্লাহর কিতাব হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। আর কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও অনুরূপ কিছু রচনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর কাফিরদের উপর দুনিয়াবী শান্তি শুরু হয় বদর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে তাদের উপর দুনিয়াবী শান্তি আরোপিত হয়।

৬. কোনো জনপদের লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের গুনাহর জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাখিল করেন না। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্য সর্বদাই আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৭. সকল দীনী প্রতিষ্ঠানের বৈধ তত্ত্বাবধায়ক হলো দীনদার ব্যক্তিবর্গ। জাহেল ও ফাসিক-ফাজির কখনো দীনী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের অধিকার পেতে পারে না।

৮. কাফের-মুশরিকদের ধন-সম্পদ মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

৯. মানুষ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে পরিতৃপ্তির বিনিময়ে, কিন্তু আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিকদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় তাদেরকে কোনো পরিতৃপ্তি দান করে না; বরং তা তাদেরকে অনুতাপ-অনুশোচনাই দিয়ে থাকে। তাদের সকল ব্যয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১০. কাফের-মুশরিকদের অর্জিত সম্পদ অপবিত্র। যুদ্ধের ফলে তাদের অপবিত্র সম্পদ আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে তথা অপবিত্র কাজেই ব্যয় হয়ে থাকে। আর মুসলমানদের হালাল পথে অর্জিত সম্পদ কম হলেও পবিত্র এবং তা ব্যয় হয়ে থাকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় তথা পবিত্র কাজে। তাই যুদ্ধের মাধ্যমে পবিত্র-অপবিত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫

পারা হিসেবে রুকু'-১

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿قُلِ لِلَّيْنِ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ﴾

৩৮. আপনি বলে দিন তাদেরকে যারা কুফরী করেছে—তারা যদি বিরত হয় তবে যা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে তা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে

وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَقَاتِلُوهُمْ

আর তারা যদি পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই।

৩৯. আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো তাদের সাথে

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ آتَمَّوْا

যতক্ষণ ফিতনা না থাকে এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় ;

অতপর তারা যদি বিরত হয়

فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,

তবে জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ

﴿قُلِ-আপনি বলে দিন ; لِلَّيْنِ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; إِنْ-যদি ;

قَدْ-যা ; مَا-তাদেরকে ; يُغْفَرْ-ক্ষমা করে দেয়া হবে ; يَنْتَهُوا-তারা বিরত হয় ;

فَقَدْ-ইতিপূর্বে হয়ে গেছে ; سُنَّتُ-আর ; الْأَوَّلِينَ-যদি ;

وَقَاتِلُوهُمْ-পুনরাবৃত্তি করে ; مَضَتْ-দৃষ্টান্ত ;

ال-আবলিন-তবে তো অতীতে রয়েছে ;

فَإِنْ-যদি ; تَوَلَّوْا-তারা বিরত হয় ; فَأَعْلَمُوا-তারা জানবে ;

أَنَّ-যদি ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

بِمَا-যে ; يَعْمَلُونَ-করে ;

بَصِيرٌ-দ্রষ্টা ;

وَإِنْ-যদি ; تَوَلَّوْا-তারা বিরত হয় ; فَأَعْلَمُوا-তারা জানবে ;

أَنَّ-যদি ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

তোমাদের অভিভাবক ; কতই না উত্তম অভিভাবক এবং
কতইনা উত্তম সাহায্যকারী ।

⑧ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

৪১. আর তোমরা জেনে রেখো! তোমরা যা কিছু দ্রব্য-সামগ্রীই গণীমত হিসেবে
পেয়েছ অবশ্যই তার পাঁচের এক অংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য,

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

এবং (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ; ৩২

إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি এবং আমি যা আমার বান্দার প্রতি নাযিল
করেছি (হক ও বাতিলের) চূড়ান্ত ফায়সালার দিন তার প্রতি ৩৩

(+) -المَوْلَى -তোমাদের অভিভাবক ; نِعْمَ -কতইনা উত্তম ; (مولى+কম)-مَوْلَاكُمْ
-আর; ⑧) وَأَعْلَمُوا -তোমরা জেনে রেখো ; أَنَّمَا -যা কিছু ; غَنِمْتُمْ -গণীমত হিসেবে পেয়েছেন ;
-তার (خمس+হ)-خُمُسَهُ ; -আল্লাহর জন্য ; فَإِنَّ -অবশ্যই ; شَيْءٍ -যাকিছু ;
لِذِي -এবং ; وَلِلرَّسُولِ -রাসূলের জন্য ; (ل+আল+রসূল)-لِلرَّسُولِ ;
-ইয়াতীম (و+আল+ইতমী)-وَالْيَتَامَى ; -নিকটাত্মীয় (ل+ডী+আল+করী)-لِذِي الْقُرْبَى ;
- (ابن+আল+সবীল)-ابْنِ السَّبِيلِ ; -ও ; (و+আল+মসকীন)-وَالْمَسْكِينِ ;
-মুসাফিরদের জন্য ; -যদি ; إِن -যদি ; كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ -তোমরা ঈমান রাখো ;
بِاللَّهِ -আল্লাহর প্রতি ; وَمَا -যা ; أُنْزِلْنَا -আমি নাযিল করেছি ;
عَبْدِنَا -এবং ; يَوْمَ الْفُرْقَانِ -চূড়ান্ত ফায়সালার দিন ; (আল+ফরকান)-الْفُرْقَانِ ;

৩১. ইসলামে জিহাদের মূল উদ্দেশ্যই এখানে বলা হয়েছে। আর তা হলো—দীন
তথা জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হবে অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-
বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবন পরিচালিত হবে। আর যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী
শক্তির কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। মূলত মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত উদ্দেশ্য
ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা বৈধ নয়।

৩২. 'গণীমত' যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টননীতি সুস্পষ্টভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

وَيُحْيِي مَن حَىٰ عَن بَيْنَةٍ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

এবং যে (দলটি) বেঁচে থাকার তাও বেঁচে থাকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ;^{৩৪}
আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ ।^{৩৫}

﴿٩٩﴾ اِذْ يَرْكُضُهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۚ وَلَوْ اَرَاكُمْ كَثِيْرًا

৪৩. (স্মরণীয়) যখন আব্বাহ আপনাকে স্বপ্নে তাদেরকে সংখ্যায় ক'ম দেখিয়েছিলেন;^{১৬} আর যদি আপনাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন

لَفِشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

তাইল অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে যেতে এবং অবশ্যই তোমরা এ বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিরাপদ করেছেন ; তিনি অবশ্যই সর্বাধিক অবগত

عَنْ يَبْنَةَ - বৈচে থাকার ; حَتَّى - যে (দলটি) ; مَنْ - তাও বৈচে থাকে ; وَ - এবং ;
 -সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ; وَ - আর ; أَنْ - অবশ্যই ; اللَّهُ - আল্লাহ ; لَسَمِيعٌ - সর্বশ্রোতা ;
 "عَلِيمٌ - সর্বজ্ঞ । ⑧ اِذْ - যখন ; يُرِيكُمْ - (يرى + ك + هم) - আপনাকে দেখিয়েছিলেন তাদের ;
 وَ - ; قَلِيلًا - সংখ্যায় কম ; (فى + منام + ك) - (فى + منامك) - আপনার স্বপ্নে ; اللَّهُ - আল্লাহর ;
 - আর ; كَثِيرًا - সংখ্যা - (ارى + ك + هم) - (ارى + ك + هم) - আপনাকে দেখাতেন তাদের ; لَوْ - যদি ;
 وَ - এবং ; لَفَسَلْتُمْ - তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহসসহারা হয়ে যেতে ;
 - (فى + ال + امر) - (فى + الامر) - অবশ্যই তোমরা বিতর্ক শুরু করে দিতে ; لَتَنَازَعْتُمْ -
 - (ان + ه) - তিনি ; اِنَّهُ - নিরাপদ করেছেন ; سَلَّمَ - আল্লাহ ; وَلَكِنْ - কিন্তু ;
 - এবং ; عَلَيْهِ - সর্বাধিক অবগত ;

না। অতপর আমীর সমস্ত মালের পাঁচের এক অংশ উল্লিখিত ঋতে ব্যয় করবেন এবং বাকী চার অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।

৩৩. অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন আমি যে সাহায্য-সহায়তা তোমাদেরকে দান করেছি, যার বদৌলতে তোমরা সেদিন বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছ।

৩৪. অর্থাৎ এটা যেন প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যে আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে তার অপমৃত্যু ঘটা যথার্থ এবং যে আদর্শ সজীব হয়েছে তার সজীব হওয়াটাই যথার্থ।

৩৫. অর্থাৎ মু'মিনদের কর্মতৎপরতা এবং কাফিরদের আল্লাহ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ বে-খবর নন। তিনি সব শুনে। সবই জানেন। তাঁর কর্তৃত্বের অধীন নির্বিচারে কোনো কাজ হয় না।

بَذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَتُّمِ فِي أَعْيُنِكُمْ

(মানুষের) অন্তরসমূহে যা গুপ্ত সে সম্পর্কে । ৪৪. আর (স্মরণীয়) যখন তোমরা পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের চোখে তাদেরকে দেখিয়েছিলেন

قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

নিতান্ত কম এবং তাদের চোখেও তোমাদেরকে অত্যন্ত কম দেখালেন ; যাতে আল্লাহ তাআলা সেই বিষয় বাস্তবায়ন করেন যা ছিল পূর্ব নির্ধারিত ;

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

আর সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহর দিকেই ।

بَذَاتِ-সে সম্পর্কে যা গুপ্ত ; الصُّدُورِ-(আল+সুদুর)-অন্তরসমূহে । ৪৪-আর যখন ; وَإِذْ-তিনি তোমাদের দেখিয়েছিলেন তাদেরকে ; التَّفَتُّمِ-যখন ; يُرِيكُمُوهُمْ-তোমাদের চোখে ; فِي أَعْيُنِكُمْ-(ফী+আইন+কুম)-তোমাদের চোখে ; أَغْنَيْنَكُمْ-তোমাদেরকে অত্যন্ত কম দেখালেন ; قَلِيلًا-নিতান্ত কম ; وَيُقَلِّلُكُمْ-এবং ; لِيَقْضَى اللَّهُ-তাদের চোখে ; لِيَقْضَى-যাতে বাস্তবায়ন করেন ; أَمْرًا-সেই বিষয় ; كَانَ مَفْعُولًا-আল্লাহ ; إِلَى-আর ; تُرْجَعُ-প্রত্যাবর্তিত হয় ; الْأُمُورُ-সকল বিষয় ।

৩৬. রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদেরকে নিয়ে যখন মদীনা থেকে রওয়ানা করেন কিংবা পথে কোনো মন্বিলে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, তখন স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাআলা শত্রু সৈন্যদেরকে দেখিয়েছিলেন। তিনি শত্রু সৈন্য খুব বেশি নয় বলেই অনুমান করেছিলেন। তিনি মুজাহিদদেরকে স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন, যার ফলে তাদের মধ্যে সহস-হিস্মত বেড়ে গিয়েছিল এবং বিজয় লাভ সহজ হয়ে গিয়েছিল।

৫ কক্ব' ৩৮-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। তাই কুফরী তথা আল্লাহকে অস্বীকার করার মতো গুনাহও তিনি ক্ষমা করে দেন—যদি বান্দাহ সত্যিকারভাবে তাওবা করে গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তাই আল্লাহর দরবারে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

২. কাফেররা যদি তাদের কুফরীর উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর দীনের বিরোধীতা করেই যেতে থাকে তবে অতীতের কাফেরদের ভাগ্যই তাদেরকে বরণ করতে হবে।

৩. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারী রাখা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের উপর ফরয যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম অন্যসব বাতিল ধর্মমতের বিজয়ী মতাদর্শ হিসেবে গণ্য না হয় এবং মুসলমানরাও বাতিল শক্তির অত্যাচার-নিপীড়ণ থেকে নিরাপদ না হয়।

৪. ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদের পরিণতিতে দু'টো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে—(১) ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী আত্মত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে, (২) সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনতা গ্রহণ করে নিতে পারে।

৫. বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ তাআলা। তাঁর মালিকানা স্বীকৃতি সাপেক্ষে মানুষ তা ভোগ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যারা আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতি দেয় না তাদের আল্লাহর সম্পদ ভোগ করার বৈধ অধিকার নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই গনীমতের মাল-সম্পদে মুসলমানদের অধিকার বৈধতা পায়।

৬. আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো—ইখলাসের সাথে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং নিজেদের সার্বিক শক্তি একাজে নিয়োজিত করেই তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তবেই আল্লাহ সাহায্য করবেন।

৭. হক হক হিসেবে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়। একমাত্র সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে।

৮. হক ও বাতিলের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড নির্ধারণের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সকল কিছুর উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি আল্লাহর নিকটেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬

পাঠ্য হিসেবে রুকু'-২

আয়াত সংখ্যা-৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ۝

৪৫. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা কোনো দলের মুকাবিলা করবে তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং স্মরণ করবে আল্লাহকে বেশি বেশি করে

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا

সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে। ৪৬. আর আনুগত্য করবে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের ও পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না,

فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

তাহলে তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব লুপ্ত হয়ে যাবে, আর ধৈর্য অবলম্বন করবে; ৪৭ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

৪৫. -তোমরা লَقِيتُمْ-যখন; إِذَا-যদি; ঈমান-আমেন; الْيَا-হে; الَّذِينَ-যারা; الْفِئَةُ-কোনো দলের; فَاثْبُتُوا-তখন দৃঢ়পদ থাকবে; وَ-এবং; كَثِيرًا-বেশি বেশি করে; اذْكُرُوا-স্মরণ করবে; اللَّهُ-আল্লাহকে; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা; تَفْلَحُونَ-সফলকাম হবে। ৪৬. -আর; أَطِيعُوا-আনুগত্য করবে; لَا تَنَازَعُوا-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না; وَ-এবং; رَسُولَهُ-তাঁর রাসূলের; أَطِيعُوا-আনুগত্য করবে; فَتَفْسَلُوا-তাহলে তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়বে; وَ-এবং; تَذْهَبَ-লুপ্ত হয়ে যাবে; رِيحُكُمْ-তোমাদের প্রভাব; وَأَصْبِرُوا-ধৈর্য অবলম্বন করবে; إِنَّ-নিশ্চয়ই; اللَّهُ-আল্লাহ; مَعَ-সাথে; الصَّابِرِينَ-ধৈর্যশীলদের।

৩৭. 'সবর' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। লোভ-লালসা ও আবেগ-উচ্ছাসকে সংযত রাখা; বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া এবং লোভ ও অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা পরিহার করে ধীরস্থিতিভাবে কাজ করা। রাগের বশবর্তী হয়ে বা পার্থিব লোভে পড়ে অযৌক্তিক ও সীমালংঘনমূলক কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়া; উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দিশেহারা হয়ে সাময়িক দৃষ্টিতে কার্যকর মনে করে কোনো অন্যায়-অবৈধ কাজ না করা ইত্যাদি বিষয় 'সবর'-এর অর্থে শামিল রয়েছে।

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا ۖ﴾

৪৭. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে
অহংকার সহকারে এবং

رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতো, ৩৮
অথচ তারা যা করছে আল্লাহ তা

مُحِيطٌ ۝ وَإِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ

পরিবেষ্টনকারী। ৪৮. আর (স্বরণীয়) যখন শয়তান তাদেরকে সুশোভিত করে
দেখিয়েছিল তাদের কর্মকাণ্ডকে এবং বলেছিল—

لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ

‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো মানুষ বিজয়ী হবার নেই
আর আমি তো অবশ্যই তোমাদের পাশে আছি’;

﴿৪৭-আর ; (ক+الذين)-তাদের মতো যারা ; لَا تَكُونُوا-তোমরা হয়ো না ; ৪৭-আর ;
-بَطَرًا-বের হয়েছে ; مِنْ-থেকে ; دِيَارِهِمْ-(দিয়ার+হম)-নিজেদের ঘর থেকে ;
-و-অহংকার সহকারে ; -و-এবং ; -رِئَاءَ-দেখানোর উদ্দেশ্যে ; النَّاسِ-লোকদেরকে ;
-اللَّهُ-(عن+সবিল)-পথে ; -عَنْ سَبِيلِ-তারা বাধা সৃষ্টি করতো ; يُصُدُّونَ-আল্লাহর
-তারা যা করছে (ব+মা+يعملون)-بِمَا يَعْمَلُونَ-আল্লাহ ; -و-অথচ ;
তা ; مُحِيطٌ-পরিবেষ্টনকারী। ৪৮-আর ; إِذْ-যখন ; زَيْنٌ-সুশোভিত করে দেখিয়েছিল ;
-و-তাদের কর্মকাণ্ডকে ; -أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+হম)-তাদের কর্মকাণ্ডকে ;
-و-এবং ; -قَالَ-বলেছিল ; -لَا غَالِبَ-বিজয়ী হবার নেই ; -لَكُمْ-তোমাদের বিরুদ্ধে ;
-و-আর ; -إِنِّي-আমি তো (من+ال+নাস)-مِنَ النَّاسِ-কোনো মানুষ ;
অবশ্যই ; -جَارٌ-পাশে আছি ; -لَكُمْ-তোমাদের ;

৩৮. অর্থাৎ তোমরা কাফির বাহিনীর মত হয়ো না, যারা জাঁক-জমক ও শান-শওকত
সহকারে যুদ্ধে বের হয়েছে-যাদের সাথে ছিল গান-বাজনা ও নাচ-গানের জন্য দাসী
শিল্পীরা ; যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের বাহাদুরী দ্বারা লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন
করছিল। এটা ছিল তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা। এর উপর তাদের উদ্দেশ্য ছিল
আরও নিকৃষ্ট। তারা সত্য, সততা ও ইনসারফের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য যুদ্ধে
যাত্রা করেনি ; বরং একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা উল্লেখিত মহান উদ্দেশ্য নিয়ে

فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئْتَنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ

অতপর যখন দল দু'টো পরস্পর মুখোমুখি হলো, সে পেছনের দিকে পালিয়ে গেলো
এবং বললো—‘আমি দায়িত্ব মুক্ত

مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ

তোমাদের থেকে, অবশ্যই আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছে না,
নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

আর আল্লাহ তো শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

দল-(ال+ফত্ন)-(ফত্ন+ত) ; পরস্পর মুখোমুখি হলো ; تَرَآءَتِ-অতপর যখন ; فَلَمَّا-দল দু'টো ; نَكَصَ-সে পালিয়ে গেলো ; عَلَى-দিকে ; عَقِبَيْهِ-(+عقب) ; তার পেছনের ; (من+কম)-مِنْكُمْ ; দায়িত্বমুক্ত ; إِنِّي-আমি অবশ্যই ; وَقَالَ-এবং ; إِنِّي-তোমাদের থেকে ; أَخَافُ-অবশ্যই আমি ; أَرَى-দেখছি ; مَا-যা ; لَا تَرَوْنَ-তোমরা দেখতে না ; إِنِّي-নিশ্চয়ই আমি ; الْإِلَهَ-আল্লাহকে ; وَأَرَى-আর ; الْعِقَابِ-শাস্তি দানে ; شَدِيدٌ-অত্যন্ত কঠোর ; وَاللَّهُ-আল্লাহ তো ;

দুনিয়াতে মাথা উত্তোলন করেছে তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাদের জীবনের সংগী ছিল মদ, নারী ও বেশ্যালয়। কাকের বাহিনীর অতীতের অবস্থা যেকল্প ছিল বর্তমানেও তাই আছে, তাই মুসলমানদের জন্য যে হিদায়াত এখানে দেয়া হয়েছে তা সর্বযুগের জন্য সর্বস্থানের জন্য।

৬ রুকু' (৪৫-৪৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ-জিহাদে দুনিয়াতে সফলতা এবং আখিরাতে নাজাতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অমোঘ ব্যবস্থা—

ক. শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়তা ও অবিচলতা।

খ. বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ।

গ. আল্লাহ ও রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য।

ঘ. যে কোনো অবস্থাতেই খৈর্য অবলম্বন।

২. জিহাদের সফলতার পথে প্রতাবিক্কতা হলো—

ক. পারস্পরিক মতবিরোধ, যার ফলে মুজাহিদদের মধ্যে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করে এবং শক্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তি হ্রাস পায়। সুতরাং এ থেকে মুজাহিদদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৩. কাফের বাহিনীর ন্যায় বাহ্যিক জাঁক-জমক ও গর্ব-অহংকার প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. ধৈর্যশীলদের সাথে যেহেতু আল্লাহ রয়েছেন, সুতরাং যে গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করলে আল্লাহকে সাথে পাওয়া যাবে তার চেয়ে মূল্যবান কিছু দুনিয়া ও আখিরাতে নেই।

৫. দীনের হকের বিরুদ্ধে যত প্রকার ষড়যন্ত্র হতে পারে তার সবগুলোর পেছনে ইক্বনদাতা শয়তান। শয়তানের পৃষ্ঠপোষকতায় দুনিয়াতে এসব তৎপরতা চলমান। তবে মুসলমানরা যদি এখানে উল্লেখিত নীতিগুলো যথার্থভাবে মেনে চলে, তাহলে শয়তান পেছন থেকে পালাতে বাধ্য হয়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭

পারা হিসেবে রক্ষা'-৩

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٨٩﴾ اِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غُرُورًا

৪৯. (স্বরণীয়) মুনাফেকরা ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা যখন বলে—

‘এদের ধোঁকায় ফেলেছে’

دِينَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥

এদের দীন'; আর যে ভরসা করে আল্লাহর উপর, তবে আল্লাহ অবশ্যই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

﴿٥٥﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ اتَّوَفَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

৫০. আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে—

যারা কুফরী করে—আঘাত করে

وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে এবং (বলে) আত্মদান করো দহনের শাস্তি।

১০০- ٱلَّذِينَ ۖ وَ-আর ۖ ۚ-মুনাফেকরা ۚ-(ال+মুনাফেকরা)-ٱلْمُنْفِقُونَ ۚ-বলে ۚ-يَقُولُ ۚ-যখন ۚ-وَ-
 যাদের ۚ-غُرٌّ ۚ-ধোঁকায় ۚ-رُغْرٌ ۚ-অন্তরে আছে ۚ-(فِي+قُلُوبِ+هَمْ)-فِي قُلُوبِهِمْ ۚ-
 ফেলেছে ۚ-مَنْ ۚ-আর ۖ-و-এদের দীন ۚ-(دِينَ+هَمْ)-دِينُهُمْ ۚ-এদেরকে ۚ-هُؤُلَاءِ ۚ-
 ۚ-تَبِعَ ۚ-তবে অবশ্যই ۚ-(ف+إِنْ)-فَإِنْ ۚ-আল্লাহর ۚ-ٱللَّهِ ۚ-উপর ۚ-عَلَى ۚ-ভরসা করে ۚ-يَتَوَكَّلُ ۚ-
 ۚ-تَرَى ۚ-যদি ۚ-وَ-وَ-ٱلَّذِينَ ۚ-প্রজ্ঞাময় ۚ-حَكِيمٌ ۚ-পরাক্রমশালী ۚ-عَزِيزٌ ۚ-আল্লাহ ۚ-ٱللَّهِ ۚ-
 আপনি দেখতে পেতেন ۚ-وَ-যখন ۚ-وَ-ٱلَّذِينَ ۚ-প্রাণ হরণ করে ۚ-يَتَوَفَّى ۚ-তাদের যারা ۚ-
 ۚ-وَجُوهَهُمْ ۚ-আঘাত করে ۚ-يَضْرِبُونَ ۚ-ফেরেশতারা ۚ-ٱلْمَلَائِكَةُ ۚ-কুফুরী করে ۚ-كَفَرُوا ۚ-
 ۚ-وَ-তাদের পৃষ্ঠদেশে ۚ-(إِدْبَارِ+هَمْ)-إِدْبَارُهُمْ ۚ-ও ۚ-وَ-তাদের মুখমণ্ডলে ۚ-(وَجُوهِ+هَمْ)-
 এবং ۚ-(ال+হরণ)-ٱلْحَرِيقُ ۚ-শাস্তি ۚ-عَذَابٌ ۚ-আস্বাদন করো ۚ-ذُوقُوا ۚ-বলে ۚ-وَ-

৩৯. মদীনার মুনাফিকরা এবং দুনিয়া পূজারী লোকেরা যখন দেখলো যে, অল্প কিছু সংখ্যক মুসলমান বিরাট কুরাইশ শক্তির সাথে মুকাবিলা করতে যাচ্ছে, তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, এদের দীনী উদ্বেজনার এরা এত বড় কুরাইশ শক্তির

٥١) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَ ۝

৫১. এটা তা-ই যা ইতিপূর্বে তোমাদের হাত প্রেরণ করেছে, আর আল্লাহ তো
বান্দাদের প্রতি আদৌ যালিম নন।

﴿٩٩﴾ كَذَابٍ أَلْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

৫২. ফেরাউন বংশ ও তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের রীতি অনুযায়ী তারাও আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল

فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ اِنْ اِلَهَ قُوًى شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ফলে তাদের গুণাহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ
খুবই শক্তিশালী শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর ।

﴿٥٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى

৫৩. এটা এজন্য যে, আল্লাহ অবশ্যই পরির্তনকারী নন সেই নিয়ামত যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না

① (ایدی+کم)-اَیْدِیْکُمْ ; -ای-یا ; بما-ای-এটা তাই ; ذَٰلِکَ-
 -তোমাদের হাত ; و-আর ; اَنْ-অবশ্যই ; اَللّٰهُ-আল্লাহ তো ; لَیْسَ-নন ; یُظْلَمُ-
 (+ক)-كَذٰبٌ ② । (ল+আল+ইবিদ)-لَعَبِیْدٌ ; (প+জালাম)-
 -مِنْ قَبْلِهِمْ ; اَلَّذِیْنَ-যারা ; و-ও ; فَرَعَوْنَ-ফেরাউন ; اِل-বংশ ; اِل-রীতি অনুযায়ী ; (দাব
 -بَآئِتٌ ; -তাদের পূর্বে ছিল ; كَفَرُوْا-তারাও প্রত্যাখ্যান করেছিল ; (ম+কবিল+হম)-
 -নিদর্শনাবলীকে ; اَللّٰهُ-আল্লাহর ; فَآخَذَهُمْ-ফলে তাদেরকে পাকড়াও
 করলেন ; اَنْ-তাদের গুনাহের কারণে ; (প+জালাম)-بِذُنُوْبِهِمْ ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ;
 -النَّعْمَ-না ; اَلْعِقَابُ-অত্যন্ত কঠোর ; شَدِیْدٌ-খুবই শক্তিশালী ; قَوِیٌّ-আল্লাহ ; (আল+ইবিদ)-
 - (আন+হা)-اَنْعَمَ-না ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; اَنْعَمَ-সেই নিয়ামত ; مَغْفِرًا-পরিবর্তনকারী ; لَمْ یَكْ-
 তিনি দান করেছেন ; عَلٰی قَوْمٍ-কোনো জাতিতে ; حَتّٰی-যতক্ষণ না ;

সাথে সংঘর্ষ বাধাবার জন্য যাচ্ছে, এদের ধ্বংসতো অবধারিত। এ নবী এদের মনে কি মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যে, এরা নিজেদের চোখে স্পষ্ট ধ্বংস দেখেও নির্ধাত মৃত্যু মুখে বাঁপিয়ে পড়ছে।

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ كَذَابٌ أَلٍ فِرْعَوْنُ

তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে ফেলে ;^{৪০} আর আল্লাহ তো অবশ্যই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ । ৫৪. ফেরাউন বংশের রীতির ন্যায়

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল (তাদের ন্যায়), তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে, ফলে আমি তাদের গুণাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম ।

وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۖ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ

এবং ডুবিয়ে দিলাম ফেরাউন বংশকে ; আর তারা প্রত্যেকেই ছিল যালিম ।
৫৫. নিশ্চয় নিকৃষ্ট জীব

عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدَتْ

আল্লাহর নিকট তারাই যারা কুফরী করেছে এবং তারা ঈমান আনবে না ।
৫৬. যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন—

তারা-(মা+ব+অনফস+হম)-مَا بِأَنْفُسِهِمْ ; পরিবর্তন করে ফেলে ; يُغَيِّرُوا -
- عَلِيمٌ ; সর্বশ্রোতা ; سَمِيعٌ ; আল্লাহতো ; اللَّهُ ; অবশ্যই ; أَنْ ; আর ; وَ ; নিজেরাই ;
- وَ ; ফেরাউন ; فِرْعَوْنُ ; বংশের ; آل - কَذَابٌ ৫৪) - (ক+দা'ব)-কذاب ; সর্বজ্ঞ ।
- (তাদের পূর্বে ছিল (তাদের ন্যায়) ; مَنْ قَبْلِهِمْ ; যারা - الَّذِينَ ; এবং ;
- رَبِّهِمْ ; নিদর্শনাবলীকে ; آيَاتِ ; তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; كَذَّبُوا ; (তাদের প্রতিপালকের ;
- (ف+আহলকনা+হম)-فَأَهْلَكْنَاهُمْ ; আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম ; بِذُنُوبِهِمْ ; তাদের গুণাহের
- فِرْعَوْنَ ; বংশকে ; آل - وَأَغْرَقْنَا ; ডুবিয়ে দিলাম ; وَ - এবং ;
- يَالْمِ - ظَالِمِينَ ; তারা ছিল ; كَانُوا ; প্রত্যেকেই ; كُلٌّ ; আর ; وَ ; ফেরাউন ;
- اللَّهُ ; নিকট ; عِنْدَ - (আল+দো'ব)-الدَّوَابِّ ; নিকৃষ্ট ; شَرٌّ ; নিশ্চয় ; إِنَّ ৫৫)
- তারা ; (ن+হম)-فَهُمْ ; কুফরী করেছে ; كَفَرُوا ; যারা - الَّذِينَ ; আল্লাহর ;
- عَاهَدَتْ ; যাদের সাথে ; الَّذِينَ ৫৬) - لَا يُؤْمِنُونَ - তারা ঈমান আনবে না ।
আপনি চুক্তি করেছেন ;

مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥

তাদের মধ্য থেকে, অতপর তারা বার বার চুক্তি ভঙ্গ করে এবং সতর্কও হয় না।^{৪১}

﴿٩٩﴾ فَمَا تَتْلِفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدِيهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ

৫৭. আর আপনি যদি যুদ্ধে তাদেরকে আয়ত্তে পান, তবে তাদের পেছনে যারা আছে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন, সম্ভবত তারা

يَذْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ

শিক্ষা পাবে।^{৪২} আর আপনি যদি কোনো সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তাহলে আপনিও তাদের প্রতি ছুড়ে ফেলুন (তাদের চুক্তি)^{৪৩}

عَلَى سِوَاہٖ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ ۝

একইভাবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তিভঙ্গকারীদেরকে ভালবাসেন না ।

(عهد+هم) -عَهْدُهُمْ; তারা ভঙ্গ করে; يَقْضُونَ -অতপর; ثُمَّ; তাদের মধ্য থেকে; مِنْهُمْ -
لَا يَتَّقُونَ; তারা; هُمْ; এবং; وَ; -বারবার (فی+كل+مرة) -فِي كُلِّ مَرَّةٍ; চুক্তি; -
তাদেরকে (تَتَّقِنَ+هم) -تَتَّقِنُهُمْ; আর যদি (ف+إِذَا) -فَإِذَا ৷(৭৭) সতর্কও হয় না।
-بِهِمْ; দিন; بِشَرِّدَ (ف+شَرِدَ) -فَشَرِدَ; যুদ্ধে; فِي الْحَرْبِ; পান;
-تَدْرُسُهُمْ (خلف+هم) -خَلْفُهُمْ; যারা; مِنْ; তাদের থেকে; (ب+هم) -
-يَدْرُسُونَ ৷(৭৮) আর; إِذَا; -سَبَّحْتَ تَارَةً (لعل+هم) -لَعَلَّهُمْ; সম্ভবত তারা;
-خِيَانَةٍ (قَوْمٌ-কোনো প্রস্তুত; থেকে; مِنْ; আশংকা করেন; تَخَافُونَ;
-عَلَى سَوَاءٍ; তাদের প্রতি; إِلَيْهِمْ; তাহলে আপনি ছুঁড়ে ফেলুন; (ف+انْبَذَ) -فَانْبِذْ;
ال-الْخَائِنِينَ; ভালবাসেন না; لَا يُحِبُّ; আল্লাহ; اللَّهُ; নিশ্চয়ই; إِنْ; একইভাবে;
-خَائِنِينَ) চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে।

৪০. অর্থাৎ কোনো জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের অনুপযুক্ত প্রমাণ করে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত তাদের থেকে কেড়ে নেন না।

৪১. এখানে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাদের সাথে পারস্পরিক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ; কিন্তু এ ইয়াহুদীরা সন্ধি-চুক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের শত্রুদের সাথে গোপন শলা-পরামর্শ করতে থাকে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল বদর যুদ্ধে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে ; কিন্তু তাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিক তৎপর হয়ে উঠলো। তাদের নেতা কায়াব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে কুরাইশ কাফিরদেরকে বদরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা তাই তাদের চুক্তিকে তাদের মুখে ছুঁড়ে মারার জন্য বলেছেন।

ইয়াহুদীদের মতো যে কোনো জাতি যে কোনো সময়ে এরূপ আচরণ করবে তাদের সাথে একইরূপ আচরণের নির্দেশ আল্লাহ তাআল তাঁর নবীকে দিয়েছেন। নবীর অবর্তমানে সর্বযুগে মুসলমানদের নেতারাও এ নির্দেশের আওতাধীন।

৪২. অর্থাৎ কোনো জাতির সাথে যদি মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি হয়, আর সে জাতি সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ করে মুসলমানদের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন চুক্তি রক্ষার নৈতিক দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের আর থাকে না। মুসলমানরা যদি তাদের সাথে যুদ্ধরত শত্রুবাহিনীর সাথে চুক্তিবদ্ধ জাতির কাউকে দেখে তখন তাকে শত্রু মনে করা এবং হত্যা করা কোনো অন্যায় হবে না।

৪৩. কোনো জাতির সাথে যদি মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তাদের কোনো কর্ম বা আচরণ দ্বারা চুক্তি ভঙ্গের আশংকা সৃষ্টি হয় অথবা তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এরূপ কোনো খবর পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালানোর পূর্বে তাদেরকে সন্ধিচুক্তি শেষ হয়ে গেছে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে না জানিয়ে চুক্তিবিরুদ্ধ কোনো তৎপরতা চালানো বা সন্ধিবিরহীন জাতির সাথে যে ধরনের আচরণ করা যায় সেরূপ আচরণ করা জায়েয নয়। এটাই নবী করীম (সা) কর্তৃক অনুসৃত ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি।

৭ রুকু' (৪৯-৫৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামী বিধি-বিধান, মুয়ামেলাত-মুয়ামেলাত এবং কোনো 'শেয়ারে ইসলাম' তথা পরিচয় চিহ্ন সম্পর্কে কটুক্তি করা, ঘৃণা বা অবহেলা-অবমাননার চোখে দেখা সুস্পষ্ট মুনাফিকী। এ ধরনের কথা ও তৎপরতা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। নচেৎ সমস্ত নেক আমল-ই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২. মু'মিনদের সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে। মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

৩. কাফেরদের মৃত্যুকালীন যে আযাবের কথা এখানে বলা হয়েছে তাতো মানুষ দেখতে পায় না, কেননা এটা ছিল 'আলমে বরযখের' আযাব।

৪. মৃত্যু থেকে শুরু করে শেষ বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ই 'আলমে বরযখ'। কাফেরদের মুখে এবং পিঠে মৃত্যুকালীন আঘাত থেকে কবরে আযাব সংঘটিত হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়।

৫. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে যে শাস্তি দেবেন তারা সে শাস্তিরই উপযুক্ত। অন্যায়ভাবে আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দেন না।

৬. মানুষ আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায় না করার কারণে তাদের থেকে নিয়ামত উঠিয়ে নেয়া হয়।

৭. মুসলমানদের সাথে কোনো জাতি চুক্তিবদ্ধ হলে সে চুক্তি মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।

৮. চুক্তিবদ্ধ জাতির নিকট থেকে যদি এমন আচরণ পাওয়া যায়, যা চুক্তির শর্তাবলীর বিরোধী অথবা তাদের থেকে চুক্তিভঙ্গের আশংকা সৃষ্টি হয় তবে চুক্তি আর বলবৎ নেই বলে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে।

৯. চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা না দিয়ে চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে চুক্তিবিরুদ্ধ আচরণ দেখানো বৈধ নয়।

১০. বিপক্ষ দলের থেকে চুক্তিবিরোধী আচরণ পাওয়া গেলে বা মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বিপক্ষ দলের কাউকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা বৈধ।



সূরা হিসেবে রুকু'-৮

পাঠ্য হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-৬

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

৫৯. আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা পার হয়ে গেছে ; নিশ্চয় তারা (মু'মিনগণকে) ঠেকাতে পারবে না ।

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾

৬০. আর তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখবে^{৪৪}

﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ﴾

এর সাহায্যে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও

﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

তোমরা তাদেরকে জাননা ; আল্লাহ তাদেরকে জানেন ; আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই ব্যয় করে থাকো

﴿৫৯-আর ; لَا يَحْسَبَنَّ-তারা কখনো যেন মনে না করে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; سَبَقُوا-তারা পার হয়ে গেছে ; إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; لَا يَعْلَمُونَ-ঠেকাতে পারবে না । ৬০-আর ; أَعِدُّوا-তোমরা প্রস্তুত রাখবে ; لَهُمْ-তাদের (মুকাবিলার) জন্য ; مَا اسْتَطَعْتُمْ-যথাসাধ্য ; مِنْ قُوَّةٍ-শক্তি ; وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ-অশ্ববাহিনী ; تُرْهِبُونَ-তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে ; بِهِ-তার সাহায্যে ; عَدُوَّ-শত্রুকে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَعَدُوَّكُمْ-তোমাদের শত্রুকে ; وَآخَرِينَ-অন্যদেরকেও ; مِنْ دُونِهِمْ-তাদের ছাড়া ; لَا تَعْلَمُونَهُمْ-তোমরা তাদেরকে জাননা ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَمَا تُنْفِقُوا-তোমরা ব্যয় করে থাকো ; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللَّهُ-আল্লাহর ;

৪৪. অর্থাৎ তোমাদের নিকট সর্বদা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং স্থায়ী একটি বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন যেন যথাসময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বেগ

يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ

তোমাদেরকে তা পুরোপুরিই দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৬১. আর যদি তারা ঝুঁকে পড়ে সন্ধির দিকে

فَاجْنِبْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

তাহলে আপনিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন ;

নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

﴿٥٢﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ ۖ هُوَ الَّذِي

৬২. আর যদি তারা চায় আপনাকে ধোঁকা দিতে, তবে নিশ্চিত আল্লাহ

আপনার জন্য যথেষ্ট ;^{৪৫} তিনি সেই সত্তা

يُوفِّ-তা পুরোপুরিই দেয়া হবে ; إِلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; وَأَنْتُمْ-এবং ; يُوفِّ-তোমাদের প্রতি ; جَنَحُوا-তারা ঝুঁকে পড়ে ; وَإِنْ-যদি ; وَ-আর ; يُظْلَمُونَ-যুলুম করা হবে না। ﴿٥١﴾-আর যদি তারা ঝুঁকে পড়ে ; السَّمِيعُ-সন্ধির দিকে ; الْعَلِيمُ-সর্বশ্রোতা ; فَاجْنِبْ-তাহলে আপনিও ঝুঁকে পড়ুন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; تَوَكَّلْ-উপর ; وَ-এবং ; يُرِيدُوا-তারা চায় ; يَخْدَعُوكَ-আপনাকে ধোঁকা দিতে ; فَإِنْ-তবে নিশ্চিত ; حَسِبَكَ-আপনাকে ধোঁকা দিতে ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ ; وَ-আর ; يُرِيدُوا-তারা চায় ; يَخْدَعُوكَ-আপনাকে ধোঁকা দিতে ; فَإِنْ-তবে নিশ্চিত ; حَسِبَكَ-আপনাকে ধোঁকা দিতে ; هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ;

পেতে না হয়। বিপদ একেবারে সামনে এসে খাড়া হলে তখন অস্ত্র-শস্ত্র ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী খুঁজতে চেষ্টা করতে যাওয়া অর্থহীন ; কেননা প্রস্তুতি নিতে নিতে শত্রুবাহিনী তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে ফেলবে।

৪৫. অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তোমরা ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দেবে না। সেক্ষেত্রে তোমরা বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেবে। শত্রু বাহিনী যদি সন্ধি করতে চায়, তোমরা তাদের সন্ধি প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে নাও। তারা যদি তাদের অন্তরে কোনো দূরভিসন্ধি লুকিয়ে রাখে তার জন্য আল্লাহই ভাল জানেন। যদি তারা যথার্থই সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাহলে তোমরা অনর্থক তাদের নিয়তের কথা চিন্তা করে সন্ধি করতে পিছিয়ে থেকো না। কারণ সন্ধির দ্বারা তোমাদের নৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃতি হবে। তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেজন্য তোমরা প্রস্তুতও থাকবে, সন্ধি হয়ে গেছে মনে করে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকা ঠিক নয়, যাতে করে বিশ্বাসঘাতকতার যথার্থ জবাব দেয়া যায়।

أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَالْأَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

যিনি আপনাকে শক্তিশালী করেছেন নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মু'মিনদের দ্বারা ।

৬৩. আর তিনি তাদের হৃদয়ে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন ;

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

আপনি যদি দুনিয়াতে যা আছে তার সমৃদ্ধ সম্পদও ব্যয় করতেন, আপনি তাদের
হৃদয়ে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতেন না

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥٨

কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ;^{৬৬} নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।

﴿٥٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং মু'মিনদের মধ্যে যারা আপনাকে অনুসরণ করে (তাদের জন্যও)।

নিজ সাহায্য (ب+نصر+ه)-بَنَصْرِهِ ; আপনাকে শক্তিশালী করেছেন ; (ايد+ك)-أَيْدِكَ
দ্বারা وَابْنِ الْمُؤْمِنِينَ-আর ; وَ-ٱلْفُ ; তিনি প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে
দিয়েছেন ; أَنْفَقْتُ ; -يَدِي-আপনি যদি لَوْ ; (بين+قلوب+هم)-بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ;
ব্যয় করতেন ; جَمِيعًا ; দুনিয়াতে (فى+ال+ارض)-فِي الْأَرْضِ ; مَا-আছে ;
সম্পদও ; بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ; আপনি প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতেন না ; أَلَمْ أَفْعَلْ ;
তাদের হৃদয়ে ; وَلَكِنْ-কিন্তু ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْفُ ; সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ;
حَكِيمٌ ; পরাক্রমশালী عَزِيزٌ ; নিশ্চয় তিনি إِنَّهُ ; (بين+هم)-بَيْنَهُمْ ;
প্রজ্ঞাময় يَأْتِيهَا ۝-হে ; النَّبِيُّ-(ال+نبى)-النَّبِيُّ ; (حسب+ك)-حَسْبُكَ ;
যথেষ্ট ; اللَّهُ-আল্লাহই-وَ-এবং ; مِّنْ-যারা ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-আপনাকে অনুসরণ
করে (তাদের জন্যও) ; مِّنْ-মধ্যে ; الْمُؤْمِنِينَ-المؤمنين) ; وَ-আপনার

৪৬. ইসলামী আদর্শ মানুষে মানুষে যে ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোলে এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আরব জাতি ছিল বহুধা গোত্রে বিভক্ত। গোত্রে গোত্রে ছিল কঠোর শত্রুতা। যে শত্রুতা ছিল শতাব্দীকাল চলমান। এক গোত্র ছিল অপর গোত্রের জানের দুশমন। এরূপ কঠিন শত্রুতাকে মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও গভীর ভালবাসায় পরিণত করে দেয়া একমাত্র আল্লাহর রহমতে সম্ভব

হয়েছে। বৈষয়িক কোনো সম্পদ দ্বারা এরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব। এ পরিশ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার এরশাদ হচ্ছে—আমার সাহায্য দ্বারা যখন এরূপ একটি কাজ তোমাদের চোখের সামনে সম্ভবপর হয়েছে, তখন ভবিষ্যতেও কোনো বৈষয়িক সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়া তোমাদের উচিত নয় ; বরং আল্লাহর সাহায্যের প্রতিই আকৃষ্ট থাকা আবশ্যিক।

৮ রুকূ' (৫৯-৬৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সাময়িকভাবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়া দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়। কারণ কাফের-মুশরিকদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পাকড়াও করবেন।

২. ইসলামের শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা বা সংগ্রহে রাখা ফরয। এতে যুগোপযোগী যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং, শারীরিক যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি এর মধ্যে शामिल।

৩. যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করাকে হাদীসে বিরাট ইবাদাত বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং এসব কাজকে তথাকথিত 'পরহেয়গারীর খেলাফ' মনে করা যথার্থ নয়।

৪. যুদ্ধ প্রকৃতি দ্বারা যে শুধুমাত্র প্রকাশ্য প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করা হবে তা নয়, জানা-অজানা অনেক গোপন প্রতিপক্ষও এতে দমন হবে।

৫. ইসলামী আন্দোলন, সংগ্রাম, জিহাদ প্রকৃতি, জিহাদে অংশ নেয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে দুনিয়াবী আখ্যা দিয়ে এ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহের বিরোধী কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

৬. এসব কাজের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা পুরোপুরি দেবেন—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং মুসলমানদের কাজকে দুনিয়াবী ও উখরোবী তথা ইহকালীন ও পরকালীন হিসেবে ভাগ করা সঠিক নয়। কেননা তাদের সকল বৈধ কাজেরই মূল লক্ষ্য হবে স্বাভাবিকভাবে পরকাল। আর পরকালের প্রতিদান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

৭. যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিপক্ষ দল যদি সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে তা গ্রহণ করা উচিত, তবে তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের ধোঁকা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে।

৮. একমাত্র ইসলামই মানুষে মানুষে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামী আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ দ্বারা বা কোনো প্রকার ধন-সম্পদ দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে এ ধরনের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভব নয়।

৯. মুসলমানদের জন্য সকল পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত। মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

১০. আল্লাহর রহমত পেতে মু'মিনদেরকে অবশ্যই তাঁর রাসুলের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই আল্লাহর অভিভাবকত্বের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৯

পারা হিসেবে রুকু'-৫

আয়াত সংখ্যা-৫

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ

৬৫. হে নবী! যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে উৎসাহ দিন ; যদি হয়

مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর ;

আর যদি হয় তোমাদের মধ্য থেকে

مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

একশ জন তারা বিজয়ী হবে তাদের এক হাজারের উপর যারা কুফরী করে কেননা

তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বুঝতে পারে না^{৪৭}

﴿يَا أَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী ; حَرِّضَ-অপনি উৎসাহ দিন ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদেরকে ;
- (من+কম)-مِّنْكُمْ ; হয়-يَكُنْ ; যদি-إِنْ ; যুদ্ধের জন্য- (على+আল+قتال)-على القتال ;
তোমাদের মধ্য থেকে ; عَشْرُونَ-বিশজন ; ধৈর্যশীল-صَبْرُونَ ; তারা বিজয়ী
হবে ; দু'শ জনের উপর-مِائَتِينَ ; আর-وَ ; যদি-إِنْ ; হয়-يَكُنْ ; তোমাদের
মধ্য থেকে ; مِائَةٌ-একশ জন ; তারা বিজয়ী হবে ; أَلْفًا-এক হাজারের উপর ;
-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; - (ب+আন+হম)-بِأَنَّهُمْ ; কেননা তারা ;
-এমন এক সম্প্রদায় ; لَا يَفْقَهُونَ-যারা বুঝতে পারে না ।

৪৭. দীনের সঠিক জ্ঞানই হলো 'তাফাঙ্কুহ ফিদ-দীন' অর্থাৎ আজকে আমরা যাকে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক শক্তি বলে অভিহিত করে থাকি। যে ব্যক্তি তার যুদ্ধ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা রাখে, সে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সে যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত হয়েছে, সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার জীবনই অর্থহীন। সে নিজের সত্তা ও আল্লাহর সত্তা এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কসূত্র, মৃত্যুর মহাসত্যতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মাহাত্ম্যকে খুব ভাল করে জানে। সে এটাও জানে যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব বাতিল বিজয়ী হলে তার পরিণাম কি হবে। এমন লোক অবশ্যই উদ্দেশ্যহীন অথবা জাহেলী জাতীয়তাবাদ বা শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায় যুদ্ধকারীর চেয়ে অধিকতর নৈতিক শক্তির অধিকারী হবে— এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এতদুভয়ের শক্তির

www.amarboi.org

عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ; আর আল্লাহ চান আখিরাতের কল্যাণ ;

আর আল্লাহতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُم فِيهَا أَخْذٌ تَرَعَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৬৮. যদি না থাকত আল্লাহর লিখিত বিধান যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছ সেজন্য তোমাদের উপর অবশ্যই কঠিন শাস্তি আপতিত হতো ।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৬৯. অতএব তোমরা যা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো তা হালাল ও পবিত্র হিসেবে উপভোগ করো, এবং

তোমরা ভয় করো আল্লাহকে ;^{৬৯} নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু ।

- الْآخِرَةُ - চান ; يُرِيدُ - আল্লাহ ; آ-আর ; الدُّنْيَا - দুনিয়ার ; عَرَضَ - ধন-সম্পদ ; الْحَكِيمُ - প্রজ্ঞাময় ; عَزِيزٌ - পরাক্রমশালী ; اللَّهُ - আল্লাহ ; آ-আর ; وَ-আর ; الْآخِرَةُ - আখিরাতের কল্যাণ ;

لَوْلَا-যদি না থাকত ; كِتَابٌ - লিখিত বিধান ; مِّنَ اللَّهِ - আল্লাহর ; سَبَقَ - যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে ; لَمَسَكُم - (ল+মস+কম) - তাহলে অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হতো ; فِيهَا أَخْذٌ - (ফি+মা+অখডম) - সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ সেজন্য ; تَرَعَذَابٌ - শাস্তি ; عَظِيمٌ - কঠিন ; ۝ - শাস্তি ; مِمَّا - (ম+মা) - তোমরা উপভোগ করো ; غَنِمْتُمْ - (ফ+কলো) - অতএব তোমরা উপভোগ করো ; حَلَالًا - হালাল ও ; طَيِّبًا - পবিত্র হিসেবে ; وَ- এবং ; اتَّقُوا - তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ - আল্লাহকে ; إِنَّ - নিশ্চয়ই ; رَّحِيمٌ - পরম দয়ালু ; غَفُورٌ - অতীব ক্ষমাশীল ; اللَّهُ - আল্লাহ ।

শক্তিও পরিপক্ব হয়নি। তাই আপাতত এক ও দুয়ের ন্যূনতম পার্থক্য নিয়েই তাদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। স্মরণীয় যে, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। মুসলমানরা সকলেই নতুন। সবেমাত্র তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখনও তাদের প্রশিক্ষণ পূর্ণ হয়নি। তবে পরবর্তীকালে যুদ্ধ-জিহাদের দিকে দৃষ্টি দিলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে শক্তির পার্থক্য এক ও দশ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের শেষ দিকের এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার জিহাদ সমূহে তার বাস্তব প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

৪৯. এখানে সকল মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা এ বলে তিরস্কার করেছেন যে, তোমাদের লক্ষ্য থাকবে আখিরাতের কল্যাণ ; কিন্তু তোমাদের কর্মতৎপরতায় দেখা যায় যে, তোমাদের প্রবণতা দুনিয়ার সম্পদের প্রতি। ইতিপূর্বে তোমরা শত্রুদের মূল

শক্তির পরিবর্তে তাদের ব্যবসায়িক কাফেলার উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিলে ; এখন তোমরা শত্রুদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিবর্তে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। অতপর তোমরা বন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণ আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—এসব তৎপরতা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দুনিয়ার লোভ-লালসা তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তোমাদের যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজতো ছিল এটাই যে, তোমরা শত্রুদের শক্তিকে চিরতরে নির্মূল করে দেবে। তবে যদি আল্লাহ তাআলা পূর্বাঙ্কে মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি না দিতেন, তাহলে এ কাজের জন্য তোমরা সকলেই শাস্তির উপযুক্ত হতে। সে যাই হোক এখন তোমরা যা গ্রহণ করেছো তা উপভোগ করতে পারো। তবে ভবিষ্যতে এরূপ তৎপরতা থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

৯ রুকু' (৬৫-৬৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধ-জিহাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই। এ সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

২. মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে শক্তির অনুপাত হলো—এক ও দশের। এটা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুখবর ; সুতরাং যুদ্ধ-জিহাদে তাদের হতাশার কোনো কারণই নেই।

৩. মুসলমানদের শক্তির উৎস হলো দুনিয়া-আখিরাত, নিজের সত্তা, আল্লাহর সত্তা এবং আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান। এ জ্ঞানের ফলেই তাদের শক্তির প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৪. যুদ্ধ-জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও পরিষ্কার ধারণার সাথে অপর যে গুণটি মুসলমানদের মধ্যে থাকা একান্ত আবশ্যিক তাহলো 'সবর বা ধৈর্য'। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে।

৫. মুসলমানদের সার্বিক কাজ-কর্মে মূল লক্ষ্য থাকবে পরকালীন কল্যাণ অর্জন। দুনিয়ার ধন-সম্পদের উপর আখিরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করলে দুনিয়া-আখিরাত উভয়ের কল্যাণই অর্জিত হবে। অপর দিকে দুনিয়ার ধন-সম্পদের লক্ষ্যে কাজ করলে দুনিয়াতে তা পাওয়াতো নিশ্চিত নয়, আর আখিরাতে একেবারেই বঞ্চিত হতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-১০

পারা হিসেবে রুকু'-৬

আয়াত সংখ্যা-৬

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾

৭০. হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন যারা

আপনাদের হাতে বন্দী হিসেবে রয়েছে যে,

﴿إِن يَعْلِمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾

আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো উত্তম কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করবেন

﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ৭১. وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ

এবং ক্ষমা করে দেবেন তোমাদেরকে, আর আল্লাহতো অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৭১. আর যদি তারা চায় বিশ্বাসঘাতকতা করতে আপনার সাথে

﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَامْكُنْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

তবে তারা তো ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আল্লাহর সাথেও। অতপর তিনি তাদের উপর শক্তিশালী করে দিলেন (আপনাকে); আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾-হে নবী; ﴿قُلْ﴾-আপনি বলে দিন; ﴿لِمَن﴾-তাদেরকে যারা; ﴿مِنَ الْأَسْرَى﴾- (মেন+আল+আসরী)-আপনাদের হাতে রয়েছে; ﴿فِي أَيْدِيكُمْ﴾- (ফী+ইদী+কুম)-আপনাদের হাতে রয়েছে; ﴿وَيَغْفِرْ﴾-ক্ষমা করে দেবেন; ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾-আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৭১. ﴿وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ﴾-আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে; ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾-তবে তারা তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; ﴿فَامْكُنْ مِنْهُمْ﴾- (ফ+আমকুন)-অতপর তিনি শক্তিশালী করে দিলেন; ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾-সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

④ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَ دُونِ أَمْوَالِهِمْ

৭২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং
জিহাদ করেছে তাদের মাল-দৌলত দ্বারা

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ

ও তাদের জীবন দিয়ে আত্মাহর পথে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও
সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে তারাই

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا

একে অপরের বন্ধু ; আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَسْتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا

তাদের অভিভাবকত্বের কোনো কিছু (দায়িত্ব) তোমাদের নেই
যতক্ষণ না তারা হিজরত করে ;^{৫০}

④-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; هَاجَرُوا-হিজরত করেছে ;
ب-+)-بِأَمْوَالِهِمْ-তাদের মাল-দৌলত দ্বারা ; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; وَ-
তাদের (انفس+هم)-তাদের জীবন দিয়ে ; وَ-ও ; وَأُولَئِكَ-তারা ; وَ-আর ; وَالَّذِينَ-যারা ; آوَوْا-আশ্রয়
দিয়েছে ; وَ-ও ; وَنَصَرُوا-সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে ; وَ-ও ; وَلَمْ-এবং ; وَلَمْ يُهَاجِرُوا-হিজরত করেনি ;
و-আর ; وَالَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-কিন্তু ; وَلَمْ يُهَاجِرُوا-হিজরত করেনি ;
و-এবং ; وَلَا يَسْتِهِمْ-তাদের অভিভাবকত্বের ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু (দায়িত্ব) ;
و-এবং ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; يُهَاجِرُوا-তারা হিজরত করে ;

৫০. বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, পৃষ্ঠপোশকতা, সহযোগিতা, অভিভাবকত্বকে আরবি ভাষায়
'বিলায়াত' (وَلَايَةُ) শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে 'বিলায়াত' দ্বারা সেই
আত্মীয়তাকে বুঝানো হয়েছে যা স্থাপিত হয় নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্র ও
নাগরিকের মধ্যে এবং নাগরিক ও নাগরিকের মধ্যে। এখানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের
একটি মূলনীতি উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো—'বিলায়াতে'র সম্পর্ক হতে পারে
এমন লোকদের মধ্যে যারা একই ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে বা কেউ মুহাজির
হলেও এখন ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। কিন্তু যারা ইসলামী রাষ্ট্রে
বসবাস করে না এবং ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করে আসারও তাদের প্রচেষ্টা নেই

وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ

আর তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব, সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছাড়া

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ

যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে ;^{৬১} আর তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা । ৭৩. আর যারা

كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً

কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু ; যদি তোমরা তা
(পরস্পর সাহায্যের কাজটি) না করো সৃষ্টি হবে ফিতনা

و-আর ; ان-যদি ; استَنْصَرُوا(কম)-তারা তোমাদের নিকট সাহায্য
চায়; فِي-ব্যাপারে ; الدِّينِ-দীনের ; فَعَلَيْكُمْ(কম)-তবে তোমাদের দায়িত্ব,
; قَوْمٌ-সেই সম্প্রদায়ের ; عَلَى-বিরুদ্ধে ; الْإِلَهِ-ছাড়া ; النُّصْرُ
-مِثَاقٌ ; (বিন+হম)-বিঁঠেঁম ; وَ-ও ; (বিন+কম)-বিঁঠেঁম
-تَعْمَلُونَ ; (ব+মা)-বঁমা ; الْإِلَهِ-আল্লাহ ; وَ-আর ;
তোমরা করছো ; كَفَرُوا ; الَّذِينَ-যারা ; وَ-আর ;
করেছে ; الْإِلَهِ-যদি ; بَعْضُ-অপরের ;
না ; تَكُنْ-সৃষ্টি ; تَفْعَلُوا(হ)-তোমরা তা (পরস্পর সাহায্যের কাজটি) করো ;
হবে ; فَتْنَةٌ-ফিতনা ;

তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নেই। তবে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কতো অবশ্যই থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব, পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবকত্বের সম্পর্ক তো থাকবে তাদের সাথে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাস করে কিংবা অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে এসেছে।

দরুল ইসলাম ও দরুল কুফর-এর মুসলমানরা পরস্পর মীরাস না পাওয়ার বিধানও এ মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নীতির ফলেই একজন অপরাধের আইনগত ওলী বা অভিভাবক হতে পারে না, পরস্পর বিবাহ-শাদী হতে পারে না। এ আয়াতের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—“মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।”

فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

দুনিয়াতে এবং (ছড়িয়ে পড়বে) মহা বিপর্যয়। ৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ

এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই (সেই লোক)

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

যারা প্রকৃত মু'মিন ; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।

۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ

৭৫. আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তীতে এবং হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে তোমাদের সাথে

- ৭৪। "মহা-কবীর"; বিপর্যয়; "ও"; "দুনিয়াতে (ফী+আল+আরুস)-ফী আরুস"; "আর"; "হিজরত করেছে"; "ও"; "ঈমান-আম্না"; "যারা-আল-যাঈন"; "এবং"; "আর"; "আল্লাহর-আল্লাহ"; "পথে (ফী+সবীল)-ফী সবীল"; "জিহাদ করেছে"; "জাহদু"; "তারাই-আল-যাঈন"; "সাহায্য করেছে"; "ও"; "আশ্রয় দিয়েছে"; "আওা"; "যারা-আল-যাঈন"; "প্রকৃত-হুমা"; "যারা-হুমা"; "মু'মিন (আল+মুমনুন)-আল-মুমনুন"; "ক্ষমা-মগ্ফরাতু"; "তাদের জন্য রয়েছে"; "ও"; "সম্মানজনক-করিম"; "রিয্ক-রিয্ক"; "ও"; "মগ্ফরাতু-মগ্ফরাতু"; "যারা-আল-যাঈন"; "ঈমান এনেছে"; "আম্না"; "আর"; "হিজরত করেছে"; "ও"; "জিহাদ করেছে"; "মেকুম-মেকুম"; "তোমাদের সাথে";

৫১. দারুল কুফর-এ অবস্থানরত মুসলমানদেরকে হিজরত করে আসার পূর্বে রাজনৈতিকভাবে পৃষ্ঠপোশকতা করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নেই ; তবে সেই দেশের ময়লুম মুসলমানরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের খিলাফতে আসীন ব্যক্তিবর্গ বা তার বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্র ও নাগরিকদের অবশ্য এগিয়ে আসতে হবে। তবে এ সাহায্য-সহায়তাও আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতির মধ্য দিয়ে হবে। যেমন যদি কোনো দেশের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি থাকে তবে সেই দেশের বিরুদ্ধে সেই দেশের মুসলিমদের সহায়তা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সন্ধিচুক্তির আওতার মধ্যে থেকে মৌলিক মানবিক সাহায্য করা যেতে পারে। যে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্য কোনো রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি বলবত রয়েছে

فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ; আর আত্মীয়গণ তাদের একে অধিক হকদার^{৫২}

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অপরের চেয়ে আল্লাহর বিধান মতে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ ।

- فَأُولُوا الْأَرْحَامِ - তারাও ; وَأُولُوا - তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ; (من+كم)-মِنْكُمْ ; -فَأُولَٰئِكَ - অধিক ; أَوْلَىٰ - তাদের একে ; (بعض+هم)-بَعْضُهُمْ - (اولوا+ال+ارحام)-আত্মীয়গণ ; (فى+كتب+الله)-فى كِتَابِ اللَّهِ - (ب+بعض)-بِبَعْضٍ - অপরেক চেয়ে ; (بِشَيْءٍ)-بِشَيْءٍ - আল্লাহর বিধান মতে ; (إِنَّ)-إِنَّ ; (الله)-الله ; (كُلِّ)-كُلِّ - প্রত্যেক ; (شَيْءٍ)-شَيْءٍ - বিষয়ে ; (عَلِيمٌ)-عَلِيمٌ - সর্বজ্ঞ ।

শুধুমাত্র সেই ইসলামী রাষ্ট্র ও তার জনগণই সন্ধিচুক্তি মেনে চলতে বাধ্য অন্য কোনো দেশের মুসলিম জনগণ তা মানতে বাধ্য নয় ।

৫২. অর্থাৎ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দ্বারা মীরাসের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং বৈবাহিক আত্মীয়তার দ্বারা যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে না । এক্ষেত্রে আত্মীয়তাই আইনগত অধিকার লাভ করবে । এর দ্বারা এমন ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে, যা হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ধারণা করে নিয়েছিল । সে সময় কেউ কেউ ধারণা করে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের দ্বারা বুঝি একে অপরের মীরাসের অধিকার লাভ করবে ।

১০ রুকু' (৭০-৭৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'বদর' যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ঈমান আনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে । তাদের মধ্যে যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা অনুসারে দুনিয়াতেও বিপুল সম্পদ দান করেছেন আর আখিরাতেও ক্ষমা এবং জান্নাতে উচ্চ স্থান দিয়েছেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকার সমস্ত গুনাহই মাফ হয়ে যায় ।

২. ইসলাম গ্রহণের পর কেউ তা থেকে ফিরে গেলে সে না ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে, আর না মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে ; বরং এটা তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে যা পূর্বকার ষিয়ানতকারীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে ।

৩. যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদ-সংগ্রাম করে তারাই একে অপরের যথার্থ বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী । মানুষে মানুষে সম্পর্কে মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদর্শই মূল উপাদান ।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থানরত মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। তবে তারা যদি হিজরত করে আসে তাহলে এ দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ও জনগণের উপর চাপাবে।

৫. অমুসলিম দেশে অবস্থানরত ময়লুম মুসলমানরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায় তবে রাষ্ট্র ও জনগণ সকলের দায়িত্ব হবে তাদের সাহায্য করা।

৬. অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলমানরা যদি এমন দেশের অধিবাসী হয় যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি রয়েছে তবে চুক্তি বলবত অবস্থায় সে দেশের ময়লুম মুসলমানদের জন্য সে দেশের অনুমতিতে মৌলিক মানবিক সাহায্য করা যাবে।

৭. সারা বিশ্বের কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। কাফেরদের পরস্পর বন্ধুত্বের চেয়ে মু'মিনদের পরস্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকতে হবে অনেক বেশি ময়বুত।

৮. মুসলমানরা যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসে তবে পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরই বিপর্যয় ব্যাপকভাবে নেমে আসবে। যার প্রমাণ অতীত ইতিহাস ছাড়া বর্তমানেও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। মুসলমানরা যদি এখনও সচেতন না হয় তাহলে সামনে অপেক্ষা করছে মহা বিপর্যয়।

৯. আল্লাহর পথের সংগ্রামীদেরকে যারা আশ্রয় দিয়ে, সহায়-সম্পদ দিয়ে সহায়তা দান করে তারাও সংগ্রামীদের সমান প্রতিদান ও মর্যাদার অধিকারী।

১০. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা নিবেদিত তাদের কামিয়াবীর সুসংবাদ এই যে, আল্লাহ তাদের সকল অপরাধই ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে দেবেন সম্মানজনক রিয়ক।

১১. নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামীদের কামিয়াবীর এ ঘোষণা কিয়ামত পর্যন্তই বলবত। কিয়ামত পর্যন্ত যারাই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী হবে তাদের জন্যও এ ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়কের ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

১২. মীরাস বা উত্তরাধিকার আল্লাহর বিধান মতে একমাত্র আত্মীয়দের জন্যই বিধারিত। আত্মীয় ছাড়া কোনো প্রকার আদর্শিক বা সামাজিকভাবে প্রচলিত কোনো ভ্রাতৃসম্পর্ক মীরাসের অধিকারী হবে না। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান।

৪র্থ খণ্ড সমাপ্ত